মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : **সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার নাম : **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর**
প্রতিবেদনাধীন বছর : **২০১৫-২০১৬**
প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ : **১৮-০৭-২০১৬ খ্রি.।**

১। প্রশাসনিক :

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য *
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
মন্ত্রণালয়					
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	৩৬৭	৩১৪	৫৩	০৮ টি	
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	৯	৭	২	২ টি	
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	৫৯	৫৭	২	৭ টি	
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	৪৩	৩৬	৭	-	
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	২৭	২৫	২	২ টি	
মোট	৫০৫	৪৩৯	৬৬	১৯ টি	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্য পদের বিন্যাস :

	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	-	-	১৪	৫	২৭	৭	৫৩
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	-	-	১	-	১	-	২
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	-	-	১	-	১	-	২
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	-	-	২	-	২	৩	৭
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	-	-	-	-	২	-	২
মোট	-	-	১৮	৫	৩৩	১০	৬৬

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমার্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তর্দুদ্ধ) শূন্য থাকলে তার তালিকা : –

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : সমস্যা নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য: ***প্রযোজ্য নয়।***

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
(১)	**(২)**
-	-

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান :

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১০	২	১২	২	-	২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।
-	-	-	-	-	-	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট
-	-	-	১	-	১	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা।
১	-	১	-	-	-	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম।
-	-	-	১	১	২	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) : ***প্রযোজ্য নয়***

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)*	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) : ***প্রযোজ্য নয়।***

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী//স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
-	-	-	-	-

*** কত দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।**

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা : ***প্রযোজ্য নয়।***

(২) অডিট আপত্তি : (কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়/অর্থ-বিভাগ পূরণ করবে)

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : (১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর							
	সর্বমোট							

*** উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের হিসাব নিরীক্ষা এখনও হয়নি।**

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা : **প্রযোজ্য নয়।**

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৫-২০১৬) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৪ (চৌদ্দ) টি	সাময়িকভাবে বরখাস্ত ০৪(চার) টি	০৮(আট) টি	-	০৮(আট) টি	০৬ (ছয়) টি

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
-	-	-	-	-

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
(১)	(২)
৪৬ (ছিচল্লিশ) টি	১৫১ (একশত একান্ন) জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৫-২০১৬) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা : ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণের নাম, তারিখ এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা পেশ করা হলো :

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
জনশিক্ষার জন্য Label ও Key Label	১৯/০৮/২০১৫	২০(বিশ) জন
How to Display Sculptures	০৬/১০/২০১৫	১৩(তেরো) জন
ইংরেজীতে আমন্ত্রণপত্র লেখা	২৯/০২/২০১৬	২০(বিশ) জন
নিদর্শন ডিসপ্লে ও কিউরেটিং	০২/০৩/২০১৬	২০(বিশ) জন

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : *সমস্যা নেই।*

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্ দা জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না ? না থাকলে অন্ দা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না : **অন্ দা জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে।**

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : **২(দুই) জন।**

(৬) **সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)**

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
(১)	(২)
১০ (দশ)	৯২(বিরানব্বই) জন

৭) **তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)**

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা সমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়েন (WAN) সুবিধা আছে কি না।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
					কর্মকর্তা	কর্মচারী
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	৮৫	আছে	আছে	নাই	৪০	১২০
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	০২	আছে	নাই	নাই	০০	০১
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	০৬	আছে	নাই	নাই	০১	০২
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	০৫	আছে	নাই	নাই	০১	০৪
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	০২	আছে	নাই	নাই	০১	০১
স্বাধীনতা জাদুর, ঢাকা	০১	নাই	নাই	নাই	০০	০৩
পল্লীকবি জসীম উদদীন সংগ্রহলাশা, ফরিদপুর	০১	নাই	নাই	নাই	০০	০৩

(৮) **সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ(অর্থ বিভাগের জন্য): প্রয়োজ্য নয়।**

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৫-২০১৬		২০১৪-২০১৫		হ্রাস(-)/বৃদ্ধিও (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট
জাদুঘর প্রবিধানমালা এবং TO&E যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা :

৯.২ প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী : ***সংলগ্নী-১ (পৃ. ১১-৩৮) দ্রষ্টব্য।***

৯.২ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে বড় রকমের কোন সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূণ্যপদ পুরণ ইত্যাদি):**

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অডিটরিয়াম শাখায় উপযুক্ত ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

(খ) জাদুঘরে মুদ্রা সংক্রান্ত নিদর্শন নিয়ে কাজ করার মত উপযুক্ত কর্মকর্তার সংকট রয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আওতাধীন শাখা জাদুঘরগুলো পরিদর্শন করার মতন উপযুক্ত যানবাহন নেই।

(ঘ) জনসংযোগ কর্মকর্তার পদ না থাকায় সম্পাদিত কার্যাবলী যথাযথভাবে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না।

(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আইটি শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত শাখায় উপযুক্ত ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

(চ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আরকাইভস শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত শাখায় উপযুক্ত ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

(১০) **মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যসাধন সংক্রান্ত :**

১০.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি ? *হয়েছে।*

১০.২ উদ্দেশ্যাবলী সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : ***প্রযোজ্য নয়।***

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরো দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ :

(ক) জাদুঘরে কর্মরত কিউরেটরিয়াল বিভাগের কর্মকর্তাগণের জাদুঘর ব্যবস্থাপনার উপর বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

(খ) এ ছাড়া নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত সদস্যগণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কোন সংস্থার প্রশিক্ষণ একাডেমীতে 'নিরাপত্তা' সংক্রান্ত কোর্সে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

(১১) **উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে)** ***প্রযোজ্য নয়।***

১১.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানী ইত্যাদি :

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৫-২০১৬) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৫-২০১৬) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকার হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে উৎপাদন (২০১৪-২০১৫)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
কৃষি মন্ত্রণালয়	চাল					
	গম					
	ভুট্টা					
	আলু					
	পিঁয়াজ					
	পাট					
	শাক-সবজি					
মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য					
	মাংস					
	দুধ					
	ডিম					
শিল্প মন্ত্রণালয়	চিনি					
	লবণ					
	সার(ইউরিয়া)					
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	চা					
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	গ্যাস					
	কয়লা					
	কঠিন শিলা					
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	বস্ত্র/ সুতা					
	পাটজাত দ্রব্য					

১১.২ কোন বিশেষ সামগ্রী/সার্ভিসের উৎপাদন বা সরবরাহ, মূল্যের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা বা সঙ্কট হয়েছিল কি ? নিকট ভবিষ্যতে মারাত্মক কোন সমস্যার আশঙ্কা থাকলে তার বর্ণনা: ***প্রযোজ্য নয়।***

১১.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট) : ***প্রযোজ্য নয়।***

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	
সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন	সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন
(১)	(২)	(৩)	(৪)
-	-	-	-

১১.৪ বিদ্যুৎ-এর গড় সিস্টেম লস (শতকরা হারে) : **প্রযোজ্য নয়।**

সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+)	মন্তব্য
পবিবো				
বিউবি				
ডিপিডিসি				
ডেসকো				
ওজোপাডিকো				

১১.৫ জ্বালানী তেলের সরবরাহ (মেট্রিক টন): **প্রযোজ্য নয়।**

প্রতিবেদনাধীন বছর(২০১৫-২০১৬)		পূর্ববতী বছর (২০১৪-২০১৫)	
চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
-	-	-	-

১১.৬ দেশের মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (লক্ষ গ্যালন) : ***প্রযোজ্য নয়।***

	প্রতিবেদনাধীন বছর(২০১৫-২০১৬)		পূর্ববতী বছর (২০১৪-২০১৫)	
মেট্রো এলাকা	চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
-	-	-	-	-

(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য) : **প্রযোজ্য নয়।**

১২.১ অপরাধ সংক্রান্ত :

অপরাধের ধরণ	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববতী বছর (২০১৪-২০১৫)	অপরাধের হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
খুন				
ধর্ষণ				
অগ্নিসংযোগ				
এসিড নিক্ষেপ				
নারী নির্যাতন				
ডাকাতি				
রাহাজানি				
অস্ত্র/বিস্ফোরক সংক্রান্ত				
মোট				

১২.২ প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটিত অপরাধের তুলনামূলক চিত্র : ***প্রয়োজ্য নয়***

বিষয়	অর্থ-বছর (২০১৫-২০১৬)	অর্থ-বছর (২০১৪-২০১৫)
(১)	(২)	(৩)
-	-	-

১২.৩ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) : ***প্রয়োজ্য নয়***

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা (আসামির সংখ্যা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
-	-	-	-	-	-

১২.৪ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে কারাগারে বন্দির সংখ্যা : ***প্রযোজ্য নয়***

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা			মন্তব্য
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পুরুষ হাজতি				
পুরুষ কয়েদি				
মহিলা হাজতি				
মহিলা কয়েদি				
শিশু হাজতি				
শিশু কয়েদি				
ডিটেইনি (Detainee)				
রিলিজড প্রিজনার (আরপি)				
মোট				

১২.৫ স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশী নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা : ***প্রযোজ্য নয়।***

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
মোট যাত্রীর সংখ্যা			
পর্যটকের সংখ্যা			

১২.৬ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি : **প্রযোজ্য নয়।**

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	-	-	-
মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে, এমন আসামির সংখ্যা	-	-	-

১২.৭ সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত	-	-	-
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত	-	-	-

১২.৮ সীমান্ত বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বি এস এফ কর্তৃক	-	-	-
মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী কর্তৃক	-	-	-

(১৩) ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগ পূরণ করবে) : *প্রযোজ্য নয়।*

ক্রমপুঞ্জীভুত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৫-২০১৬) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৪-২০১৫) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৫-২০১৬) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৪-২০১৫) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগ পূরণ করবে) : *প্রযোজ্য নয়।*

আইটেম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (৩০ জুন ২০১৬ তারিখে)			
২। প্রবাসী বাংরাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ পর্যন্ত)			
৩। আমদানির পরিমাণ(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ পর্যন্ত)			
৪। ই,পি,বি-এর তথ্যানুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ পর্যন্ত)			
৫। রাজস্ব ঃ (ক) প্রতিবেদনাধীন বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষমাত্রা (কোটি টাকা) (খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকা) (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ পর্যন্ত)			
৬। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (কোটি টাকায়) সরকারি খাত (নিট) (জুন ২০১৬ তারিখে)			
৭। ঋণপত্র খোলা (LCS Opeming) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (ক) খাদ্য শস্য (চাল ও গম) (খ) অন্যান্য মোট (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ পর্যন্ত)			
৮। খাদ্য শস্যের মজুদ (লক্ষ মেট্রিক টন) (৩০ জুন ২০১৬ তারিখে)			
৯। জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০) (ক) বারো মাসের গড় ভিত্তিক (খ) পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক(জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬)			

১৪.১ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) সংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য) : **প্রযোজ্য নয়।**

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	প্রতিবেদনাধীন বছর	পূর্ববর্তী দুই বছর	
	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
(১)	(২)	(৩)	(৪)
-	-	-	-

(১৫) **উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য):** *প্রযোজ্য নয়।*

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) :

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
-	-	-	-

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) :

শুরু করা প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
(১)	(২)	(৩)	(৪)
-	-	-	-

১৫.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৬) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) :

১৫.৪ মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে) (২০১৫-২০১৬) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) :

১৫.৫ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য (পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) : ***প্রযোজ্য নয়।***

দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর ধরণ		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)
(১)		(২)	(৩)
দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত অতীব দরিদ্র (Extreme Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		
দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত দরিদ্র (Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		

১৫.৬ কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) : ***প্রযোজ্য নয়।***

	প্রতিবেদনাধীন বছর ২০১৫-২০১৬	পূর্ববর্তী বছর ২০১৪-২০১৫
(১)	(২)	(৩)
আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
মোট		
বেকারত্বের হার		

১৬. ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য): ***প্রযোজ্য নয়।***

বছর	চুক্তির ধরণ	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট (কোটি টাকায়)	ডিসবার্সমেন্ট (কোটি টাকায়)	রিপেমেন্ট (কোটি টাকায়)		মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)		(৭)
২০১৫-১৬	ঋণচুক্তি				আসল		
					সুদ		
	অনুদান চুক্তি						
	মোট						
২০১৪-১৫	ঋণচুক্তি				আসল		
					সুদ		
	অনুদান চুক্তি						
	মোট						

১৭. অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে (২০১৫-২০১৬) অবকাঠামো খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে (২০১৫-২০১৬) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

১৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য : *প্রযোজ্য নয়।*

১৮.১ সরকার প্রধানের বিদেশ সফর সংক্রান্ত : *প্রযোজ্য নয়।*

সফর	প্রতিবেদনাধীন বছর(২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)
(১)	(২)	(৩)
সরকার প্রধানের বিদেশ সফরের সংখ্যা		
আন্তর্জাতিক সম্মলনে যোগদানের সংখ্যা		
দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরের সংখ্যা		

১৮.২ বিদেশী রাষ্ট্র প্রধান/সরকার প্রধানের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) : *প্রযোজ্য নয়।*

১৮.৩ আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানদের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) : *প্রযোজ্য নয়।*

১৮.৪ বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের সংখ্যা : *প্রযোজ্য নয়।*

১৮.৫ বাংলাদেশে বিদেশের দূতাবাসের সংখ্যা : *প্রযোজ্য নয়।*

(১৯) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : *প্রযোজ্য নয়।*

১৯.১ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : *প্রযোজ্য নয়।*

দেশের সর্বমোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ ()	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			স্কুল ত্যাগকারী (ঝড়ে পড়া) ছাত্র ছাত্রীর হার	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা	
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট		সর্বমোট	মহিলা(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ()						
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ()						
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ()						
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ()						
সর্বমোট সংখ্যা ()						

১৯.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষার্থী	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিধ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিধ্যালয়ে যায় না, তার শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বালক			
বালিকা			

১৯.৩ সাক্ষরতার হার (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

বয়স	সাক্ষরতার হার		গড়
	পুরুষ	মহিলা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭+ বছর			
১৫+ বছর			
১৫-১৯ বছর			
২০-২৪ বছর			

১৯.৪ মাধ্যমিক (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : *প্রযোজ্য নয়।*

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			পরিক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এস.এস.সি. (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	এইচ.এস.সি. (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	স্নাতক (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
স্কুল এ্যান্ড কলেজ										
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ										
দাখিল মাদ্রাসা										
আলিম মাদ্রাসা										
কারিগরি ও ভোকেশনাল										

১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার		শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ও শতকরা হার	
		ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক	শিক্ষিকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
সরকারি					
বেসরকারি					

(২০) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

২০.১ মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য :
(০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
মেডিকেল কলেজ								
নার্সিং ইনস্টিটিউট								
নার্সিং কলেজ								
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল								
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি								

২০.২ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত : *প্রযোজ্য নয়।*

জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু হার(প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার(শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যুর হার(প্রতি হাজারে)	৫(পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার(প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু(বছর)		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

২০.৩ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) : *প্রযোজ্য নয়।*

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়(টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকস এর সংখ্যা			প্রতি রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকস এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)

(২১) জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য) : *প্রযোজ্য নয়।*

জনশক্তি রপ্তানি ও প্রত্যাগমন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	শতকরা বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস(-) এর হার
(১)	(২)	(৩)	(৩)
বিদেশে প্রেরিত জনশক্তির সংখ্যা			
বিদেশ থেকে প্রত্যাগত জনশক্তির সংখ্যা			

(২২) হজ্জ সংক্রান্ত (ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

হজ্জে গমন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)			পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)			শতকরা বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস(-) এর হার
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
হজ্জে গমনকারীর সংখ্যা							

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে): *প্রযোজ্য নয়।*

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৫-২০১৬)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৪-২০১৫)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

(২৪) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান : *প্রযোজ্য নয়।*

২৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে লোকসান করেছে তাদের নাম ও লোকসানের পরিমাণ।

অত্যধিক লোকসানি প্রতিষ্ঠান		প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৫-২০১৬) বিরাষ্ট্রীকৃত হয়েছে এমন কলকারখানার নাম ও সংখ্যা	অদূর ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ		
(১)		(২)	(৩)
-		-	-

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে লাভ করেছে তাদের নাম ও লাভের পরিমাণ :

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
(১)	(২)
-	-

সিনিয়র সচিব/ সচিবের স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

সংলগ্নী-১

৯.২। **প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড :**

(১) **সংগৃহীত নিদর্শন (২০১৫-২০১৬)**

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	১,৪৪৫ (এক হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ) টি নিদর্শন
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	০০
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	০০
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	০০
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়নসিংহ	০০
পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন সংগ্রহশালা, ফরিদপুর	৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) টি নিদর্শন
মোট	**১,৪৯৪ (এক হাজার চারশত চুরানব্বই) টি নিদর্শন**

(২) **দর্শক সংখ্যা (২০১৫-২০১৬)**

ক্র. নং	জাদুঘরের নাম	সাধারণ দর্শক সংখ্যা	বিশিষ্ট অতিথি	
			দেশি	বিদেশি
১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	৬,৯৩,৩১৭ জন	৪১৬ জন	৫০৮ জন
২.	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	৫,৪০,০৩০ জন	০০ জন	০০ জন
৩.	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	২,৯৫৭ জন	০২ জন	০০ জন
৪.	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	৯৮,৭৩৩ জন	০০ জন	০০ জন
৫.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	২৬,৮৮০ জন	৯০০ জন	১৯ জন
৬.	স্বাধীনতা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা	১,১১,৭৭৪ জন	৪২ জন	৩৩ জন

(৩) **বিনা টিকেটে গ্যালারি পরিদর্শন**

(ক) ১৫ আগস্ট ২০১৫ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীদের বিনাটিকেটে গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) পবিত্র ঈদ-উল ফিতর ২০১৫ ও পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৫ এর দিন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে সুবিধা বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীদের বিনা টিকেটে এবং সাধারণ দর্শকদের টিকেটের মাধ্যমে গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীদের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঘ) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীদের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৬তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীদের বিনাটিকেটে গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে দর্শকদের জন্য বিনা টিকেটে গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(ছ) ১লা বৈশাখ ১৪২৩ বঙ্গাব্দে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীণ শাখা জাদুঘরসমূহের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীদের বিনা টিকেটে এবং সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকেটে মাধ্যমে গ্যালারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড :**

(ক) নিয়মিতভাবে নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের আওতায় ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগে ১,৩২৩(এক হাজার তিনশত তেইশ) টি, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগে ১০(দশ) টি, জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগে ১১০(একশত দশ) টি এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের ০২(দুই) টিসহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মোট ১,৪৪৫(এক হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ) টি নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২(দুই) টি মিলনায়তন ও ১(এক) টি প্রদর্শনী গ্যালারি রয়েছে। জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২(দুই) টি মিলনায়তন যথাক্রমে-(১) প্রধান মিলনায়তনে ৮২ (বিরাশি) টি অনুষ্ঠান (১৫০ শিফ্‌ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে। (২) কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১১০ (একশত দশ) টি অনুষ্ঠান (১৫০ শিফ্‌ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১(এক) টি প্রদর্শনী গ্যালারিতে (নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি) ১৭(সতেরো)টি প্রদর্শনী (১৭৪ দিন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিলনায়তনগুলিতে কীট নাশক ও প্রতিরোধক দেয়া হয়েছে। মিলনায়তনসমূহ ও প্রদর্শনী গ্যালারি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ কাজ করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা শাখার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত মুদ্রণ কাজ করা হয়েছে। (১) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য খাম মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (২) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন ২০১৫ এর আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ সম্পন্ন করা হয়েছে। (৩) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ সম্পন্ন করা হয়েছে। (৪) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান লবিতে প্রকাশনা শাখার শুভেচ্ছা স্মারক বিপণির মাধ্যমে জাদুঘরের প্রকাশনা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়েছে। (৫) বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ আলোকচিত্র, বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত গ্রন্থ ও স্মারক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৬) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার সার্টিফিকেট মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৭) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দর্শকদের জরুরি প্রবেশ টিকেট মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৮) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ভাস্কর নভেরা আহমেদের ভাস্কর্য নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর ক্যাটালগ মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৯) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের বিশেষ প্রদর্শনী উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১০) প্রকাশনা শাখায় শুভেচ্ছা স্মারক বিপণির Integrated ইলেক্ট্রনিক্স ক্যাশ রেজিস্টারে ব্যবহারের জন্য থারমাল পেপার এবং ক্যালকুলেটর ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১১) হুমায়ুন আহমেদ প্রদর্শনী-২০১৫ এর খাম মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১২) মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৭১ ঢাকার গেরিলা অপারেশন শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৩) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৪) স্বাধীনতা জাদুঘরের দর্শকদের প্রবেশ টিকেট মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ভিজিটিং কার্ড মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৬) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০১৬ সালের ডায়রি মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৭) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০১৬ সালের ক্যালেন্ডার মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৮) জয়নুল শিশু চারুপীঠের ছাত্র/ছাত্রীদের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী উপলক্ষে বার্ষিকী চিত্রকর্ম প্রদর্শনী-২০১৫ এর 'আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে-৪' পুস্তিকা মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৯) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের প্রবেশ টিকেট মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২০) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব উপলক্ষে (১) ক. প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র, খ. প্রদর্শনীর খাম; (২) ক. মসলিন সন্ধ্যার আমন্ত্রণপত্র, খ. মসলিন সন্ধ্যার খাম; (৩) পার্কিং টোকেন মুদ্রণ এবং (৪) ক. খামের স্টিকার, খ. আসন বন্টনের স্টিকার মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২১) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাংলার যাত্রাশিল্পের ওপর সেমিনার উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২২) মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র ও খাম মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৩) বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৬ তে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ করে পুস্তক বিক্রয় ও প্রদর্শনের কাজ সম্পন্ন করেছে। (২৪) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে, একাত্তরের যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস, শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৫) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রদর্শনীকক্ষ স্থাপন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৬) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৭) নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৮) ইকেবানা এবং ওশিবানা প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র খামসহ মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (২৯) রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র খামসহ মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (৩০) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কবির আঁকা চিত্রকর্মের বিশেষ প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩১) ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'Museums And Cultural Landscape' শীর্ষক সেমিনারের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩২) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্রন্থাগারে ব্যবহারের নিমিত্ত সংযোজন রেজিস্টার মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩৩) ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পোস্টার মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (৩৪) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ২০১৬ উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র ও খাম মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩৫) বাংলাদেশের দারুশিল্প পুস্তক পুনঃ মুদ্রণের নিমিত্ত প্রি- প্রেস, কাগজ ক্রয় ও সরবরাহ, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩৬) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান লবিতে প্রকাশনা শাখার শুভেচ্ছা স্মারক বিপণির মাধ্যমে জাদুঘরের প্রকাশনা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়েছে। (৩৭) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কবির আকাঁ চিত্রকর্মের বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৬ এর ক্যাটালগ মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩৮) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ১. ফোল্ডিং ব্যাগ (বড়), ২. ফোল্ডিং ব্যাগ (ছোট), ৩. খাম (বড়), ৪. খাম (মাঝারি) এবং ৫. পটুয়া কামরুল হাসান, শিল্পী এস. এম সুলতান ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রতিজনের ১০টি করে ছবি দিয়ে ৩টি বক্সে ৩০ আইটেম ভিউ কার্ড মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৩৯) ওসমানী জাদুঘরের অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত সময় কাজ করার ওভার টাইম রিকুইজিশন ফরম বই, প্যাড বই, টপ শিট বই, কর্মচারীদের ওভার টাইম বিল ফরম বই ও ছুটির আবেদন ফরম বই মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪০) আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের প্রবেশ টিকেট মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪১) পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আলোচনা, বার্ষিক মিলাদ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দূর্লভ বই/সাময়িকীর একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪৮(একশত আটচল্লিশ) জন পাঠক/গবেষককে পাঠ সেবা প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের অটোমেশন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরির ১৫৯ টি বইয়ের ডাটা কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়েছে। ৬,৭৬ টি বইয়ের ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে। ৬৭৬টি বইয়ে ক্লাসিফিকেশন লিখে স্টিকার লাগানো হয়েছে। ১৪৮ জন পাঠক/গবেষককে পাঠসেবা প্রদান করা হয়েছে। জাদুঘরের কর্মকর্তাগণের নিকট ১২১ টি বই ইস্যু এবং ৬৮ টি বই ফেরত নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ৩৩৩ টি বই বাঁধাই করা হয়েছে। গ্রন্থাগার শাখার ৪৪০টি বই বাঁধাই এবং মেরামত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের সংযোজন রেজিস্টারে ৬৮২ টি বই ও ৭২টি জার্নাল সংযোজন করা হয়েছে। উপহার/দান হিসাবে পাওয়া বই/সাময়িকীর জন্য উপহার দাতাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডিস্প্লে শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারিতে নিদর্শন উপস্থাপন কাজ (গ্যালারিতে) ১৬০ টি , নিদর্শন বহির্ভূত জিনিষ উপস্থাপনার কাজ ২৫৫ টি, সংস্কারকৃত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র গ্যালারি উপস্থাপনা ও বাস্তবায়ন, গ্যালারি, অফিস ও কোয়াটারে ফার্নিচার ও অন্যান্য জিনিষ মেরামত কাজ ৪০ টি, নিদর্শনের লেবেল, কম্পিউটার প্রিন্ট ও লেমিনেটিং করে গ্যালারিতে উপস্থাপন কাজ ৬০০ টি, নিদর্শন বহির্ভূত লেবেল তৈরি ও উপস্থাপন কাজ ৬০ টি, প্রদর্শনীর কাজ (বিভিন্ন অস্থায়ী প্রদর্শনী, উপস্থাপন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কাজ ৩৫ টি, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজ (সেমিনার,আলোচনা সভা ওসংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ সাজ–সজ্জার কাজ ১৬ টি, মেলা অনুষ্ঠানে স্টল তৈরি ও উপস্থাপনার কাজ ২৪ টি, নিদর্শন ও নিদর্শন বহির্ভূত জিনিষপত্রের স্থায়ী নম্বর ও তথ্য লেখার কাজ ২০০ টি, নক্সা অংকনের কাজ ১০ টি, উপহার সামগ্রী প্যাকেট করা কাজ ২৬০ টি, ব্যানার, বিজ্ঞপ্তি তৈরি ও উপস্থাপনার কাজ ২২০ টি, রং করা ৬০ টি প্যাডেস্টল, জাতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণ সাজ- সজ্জা কাজ ৬ টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ ২০ টি শোকেস, প্যাডেস্টল তৈরি (নিদর্শন বহির্ভূত) ২১০ টি, সনদ পত্র হাতে লেখার কাজ ৬০ টি, কম্পিউটার কম্পোজ (অফিসিয়াল চিঠিপত্র ও নিদর্শনের লেবেল)প্রিন্ট ৮০০ টি ।

(চ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ যথাক্রমে- (১) কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা জাদুঘরের ৩৮ টি নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়। (২) শিল্পী কালিদাস কর্মকারের ২টি নিদর্শন সংরক্ষণ করে ফেরৎ দেয়া হয়। (৩)শিল্পাচার্যের কণিষ্ঠপুত্র জনাব ময়নুল আবেদিনের ৭৩শান্তি নগর , টি জৈব৩১ কীপার সংগৃহীত-ল আবেদিনের উপবাসা থেকে শিল্পাচার্য জয়নুনিদর্শন সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়। (৪)নভেরার ২টি শিল্পকর্মের কাজ হয়েছে। (৫)শিল্পাচার্যের সংগৃহীত ৪টি নিদর্শনের সংরক্ষণ হয়েছে। (৬) পল্লীকবি জসীম উদ্দীন এর ১টি বই নিদর্শন সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (৭)১টি নিদর্শন হারমোনিয়াম সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (৮)বিসিক নক্সা কেন্দ্র সংগৃহীত ২০টি নিদর্শন সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৯)পল্লীকবি জসীম উদ্দীন এর ১টি হারিকেন নিদর্শন সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (১০)শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগৃহীত সংগ্রহ সংখ্যা বিহীন ৭২টি লোকজ পুতুল নিদর্শন সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১১) ১টি রেডিও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১২) ২০টি তাম্র মুদ্রার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৩)২টি কামানের সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৪)২০টি রৌপ্য মুদ্রার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৫)নম্বর বিহীন ১০০টি রৌপ্য মুদ্রার ও তাম্র মুদ্রার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৬) বৌদ্ধ ভাস্কর্যের বিশেষ প্রদর্শনীর ৩৬টি কালোপাথরের ভাস্কর্যের সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৭) সংগ্রহ নম্বর বিহীন ৪০০টি রৌপ্য মুদ্রার ও তাম্র মুদ্রার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৮)সংগ্রহ নম্বর বিহীন ২৯৬টি রৌপ্য মুদ্রার ও তাম্র মুদ্রার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১৯)গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংবিধান মুদ্রণ যন্ত্র ১টি ও সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ এর ৪টি মুদ্রণ যন্ত্র এবং ১টি টাইকেস সহ (কাঠের) মোট ৬ টি সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২০) সংগ্রহ নম্বর বিহীন ৩৬টি ধাতব মুদ্রার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২১)জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত ১টি নম্বর বিহীন বাই সাইকেল সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২২) ৩০টি ধাতব মুদ্রার সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৩) ৭২টি ধাতব মুদ্রার সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (২৪)পল্লীকবি জসীম উদ্দীন এর ঢাকার কমলাপুরের বাড়ী থেকে সংগৃহীত সংগ্রহ নম্বর বিহীন ২৬টি নিদর্শন সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) দর্শনার্থীদের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য গাইড লেকচারার সার্ভিস এর আওতায় ১২০(একশত বিশ)টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০,৩৪৭ জন শিক্ষার্থী, ৩৭৫ জন দেশীয় বিশেষ অতিথি এবং ৩৯৩ জন বিদেশী অতিথিকে গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(জ) মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত মাসব্যাপী গ্রন্থমেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নামে একটি বরাদ্দকৃত নিজস্ব স্টলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন প্রকাশনাসমূহ বিক্রয় করা হয়।

(ঝ) জাদুঘরের লবিতে স্থাপিত ০৪(চার) টি সায়ানেক্স (সচল), ২(দুই) টি ভিডিও ডিরেক্টরী (সচল) এবং ২(দুই) টি ছোট বক্স পিসি (সচল) প্রতি কার্যদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে প্রদর্শন করা হচ্ছে। জাদুঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে। ৭ ই মার্চ জাদুঘরের লবিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র-কমনওয়েলথ সম্মেলন, এশীয় শান্তি সম্মেলন ৭৩, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, ৭ ই মার্চের ভাষণ, জনকের স্পর্শে ধন্য, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর প্রজেক্টর ও স্ক্রীনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া ২(দুই) টি অডিও ডিরেক্টরী (অব্যবহৃত) এবং ২(দুই) টি ফটো কিয়স্ক (অব্যবহৃত) রয়েছে।

(ঞ) জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচিতে আগত শিক্ষার্থী, সাধারণ দর্শক ও জাদুঘরের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ মোট ৫৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। জাদুঘরের আগত বৃদ্ধ ও অপারগ দর্শকদের হুইল চেয়ার সরবরাহ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(ট) সরকারি অনুমোদনক্রমে দেশের বাইরে অর্থাৎ শ্রীলংকার ক্যান্ডি মন্দির কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ গ্যালারি স্থাপনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(ঠ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত নিদর্শনাদির সর্ববৃহৎ সংগ্রহ রয়েছে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগে। ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগে মোট ১৩২৩ টি (একহাজার তিনশত তেইশ) টি নিদর্শন সংগ্রহভুক্ত করা হয়েছে। নওয়াব ফয়জুন্নেসার ২১ শে পদক ৩৭ নম্বর গ্যালারিতে শোকেসে উপস্থাপনের কাজ করা হয়েছে। স্টোরে সংরক্ষিত দুটি কোরান শরিফ (সংগ্রহ নং-ই-১৯৭২.৮১৪,ই-১৯৭৬.২৫৩ ২৬ নং গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়। বামিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত পবিত্র কোরানের সবচেয়ে পুরনো পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত আলোকচিত্র ২৬নং গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় থাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাছাইকৃত দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনী শেষে জাদুঘরে নিয়ে আনা হয়। উহার মধ্যে পিভিসি প্রিন্ট ১৩৮ টি, ইনজেন্ট প্রিন্ট ৬০ টি। ১১০ ও ১০৯ নং স্টোর থেকে ৪০টি এবং ৪২১ নং স্টোর থেকে ১টি বৌদ্ধ ভাস্কর্য প্রদর্শনীর জন্য প্রধান মিলনায়তন লবিতে দেয়া হয়। জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধ সময়কার ১২৯টি নির্যাতনের আলোকচিত্রের সফ্ট কপি জাদুঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। ভূটানের রানী জাদুঘরে আগমন উপলক্ষে নিদর্শনের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। এ উপলক্ষে ৩টি প্রস্তর ভাস্কর্য ৭টি ধাতব ভাস্কর্য, ১টি পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ৭টি স্বর্ণমুদ্রা, ৫টি রৌপ্য মুদ্র সর্বমোট ২৩টি নিদর্শন জাদুঘরে লবিতে প্রদর্শন করা হয়। ইতিহাস পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী ও দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এবং সেমিনারে ''বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত কয়েকটি লিপিযুক্ত মূর্তির পরিচয়'' শীষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে।

(ড) পল্লীকবি জসীম উদ্দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০০% কাজ শেষ হয়েছে।

(ঢ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন কুষ্টিয়াস্থ সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ মিউজিয়াম নির্মান, শীর্ষক প্রকল্পে ১৬২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তবায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া জনবল নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

(ণ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান লবি, নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারি এবং সুফিয়া কামাল মিলনায়তন সংস্কার করা হয়েছে।

(ত) গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃত সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথের শতাধিক বছরের পুরাতন এম এন ছাপাখানায় ছাপা মেশিনটি কে ঘিরে একটি মিউজিয়াম স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০%। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রকল্পের কাজ বুঝে পাওয়ার পর জাদুঘর সজ্জিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(থ) সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের মোট ১০(দশ) টি নিদর্শন সংগ্রহভূক্ত করা হয়েছে। শিল্পী কালীদাস কর্মকারের ০২ টি শিল্পকর্ম 'বিধ্বস্থ' সংগ্রহ নম্বর ০১.০৩.১০১.১৯৮৫.০২১৮১ ও 'ইমেজ-৫৮' সংগ্রহ নম্বর ০১.০৩.১০১.১৯৮৭.০০০০১ সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৪১ নং গ্যালারির মোট ৫ টি নিদর্শন-এর সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক লালরুখ সেলিম, সহকারী অধ্যাপক সর্বজনাব নাসিমা হক মিতু ও নাসিমুল খবির ও সৈয়দ তারেক রহমান-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের অগ্রপথিক ভাস্কর নভেরা আহমেদের ২৫ টি নিদর্শন-এর সংরক্ষণ কাজ শেষ করা হয়েছে বাকি ১৫টির কাজ শুরু করা হয়েছে। ভাস্কর নভেরা আহমেদের উপবিষ্ট রমণী শীর্ষক ভাস্কর্য ৩৬ নং গ্যালারিতে প্রদর্শনীর জন্য নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৪৩ নম্বর বিশ্বসভ্যতা ইতিহাস গ্যালারিতে হস্তচালিত ট্রেডল প্রিন্ট মেশিন উপস্থাপন করা হয়েছে। ৪৩ নম্বর বিশ্বসভ্যতা ইতিহাস গ্যালারিতে মানব কঙ্কাল উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চিত্রকর্মের (অনুকৃতি) নিয়ে ১৪ মে থেকে ১৫ জুন ২০১৬ পর্যন্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ভাস্কর নভেরা আহমেদের সংগৃহীত শিল্পকর্ম (ভাস্কর্য) নিয়ে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের খ্যাতিমান শিল্পী যামিনী রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৬ নং গ্যালারিতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগৃহীত শিল্পীর ৪টি শিল্পকর্ম ও ভিডিওচিত্র নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়ছে। ঢাকা আর্ট সামিট ২০১৬-এর অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে জাদুঘরের সংগ্রহভূক্ত শিল্পী এস এম সুলতানের ১৩টি ও শিল্পী রশীদ চৌধুরীর ৩টি শিল্পকর্ম বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীকে ধার হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে উক্ত প্রদর্শনীতে জাদুঘর অংশগ্রহণ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী উপলক্ষে ০১ (এক) টি চার রঙের ক্যাটালগ মুদ্রণ করা হয়েছে। ভাস্কর নভেরা আহমেদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী উপলক্ষে ০১ (এক)টি চার রঙের ক্যাটালগ মূদ্রণ করা হয়েছে। অধ্যাপক বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর মহোদয়কে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৮৭ টি, পটুয়া কামরুল হাসানের ৬৩ টি ও শিল্পী এস.এম.সুলতানের ১২টি শিল্পকর্মের আলোকচিত্রের সফট কপি প্রদান করা হয়েছে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব মালিহা বেলী বোশ-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর চাহিদামতো বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পকর্মের আলোকচিত্রের 3R size Print প্রদান করা হয়েছে। ডেপার্টএর প্রতিনিধি মো. মিজানুর রহমানকে নভেরা আহমেদের ১১ টি ভাস্কর্যের আলোকচিত্রের সফট কপি প্রদান করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ল্যাটিন আমেরিকার চিলিতে অনুষ্ঠিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪টি শিল্পকর্মের ছবি প্রদান করা হয়েছে। ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৪১ নম্বর গ্যালারির সকল লেবেল সংশোধন করে লাগানো হয়েছে। ৪৩ নং বিশ্বসভ্যতা ইতিহাস গ্যালারির টাইম লাইন ও বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন দিয়ে পুন: উপস্থাপন করার বিষয়ে কাজ চলছে। সংরক্ষণ কার্যক্রম শেষে সংরক্ষণ রসায়নাগার থেকে ৫টি নিদর্শন ফেরৎ এনে বিভাগের গ্যালারিতে পুন: উপস্থাপন করা হয়েছে। ২৬ নং গ্যালারিতে শিল্পী যামিনী রায়ের ৪ টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনী শেষে একটি নিদর্শন ৪২ নং গ্যালারিতে পুন:উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টোর ও গ্যালারিসমূহে রুটিন মাফিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, ন্যাপথালিন ছিটানো ও এ্যারোসল স্প্রে করা হয়েছে। শিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রদর্শনীর জন্য বিভাগের ষ্টোর থেকে বের করা নিদর্শন নম্বর ০১.০৩.১০১.১৯৮৭.০০০০১ নলিনীকান্ত প্রদর্শনী গ্যালারি থেকে ফেরৎ এনে স্টোরে রাখা হয়েছে। যামিনী রায়ের ৩ (তিন) টি নিদর্শন ২৬ নং গ্যালারিতে প্রদর্শনী শেষে বিভাগের ১নং স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে শিল্পী এস. এম. সুলতানের ১৩ টি ও শিল্পী রশীদ চৌধুরীর ৩ টি নিদর্শন ঋন হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল। প্রদর্শনী শেষে ১৬ (ষোল) টি নিদর্শন শিল্পকলা একাডেমী থেকে ফেরৎ আনা হয়েছে ও বিভাগের স্টোর ও গ্যালারিতে রাখা হয়েছে।

(দ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস (Oral History) প্রকল্প নতুনভাবে চালুর তৃতীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের অংশ হিসেবে ২১(একুশ) জন গুণী ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইতঃমধ্যে যথাক্রমে- (১) ০২-০৯-২০১৫ তারিখ জনাব আবুল কালাম ফজলুল হক,শিক্ষাবিদ; (২) ০৩-০৯-২০১৫ তারিখ জনাব আনোয়ার উল আলম,বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ ও রক্ষীবাহিনী উপপ্রধান(প্রাক্তন); (৩) ০৪-০৯-২০১৫ তারিখ ড.এনামুল হক, বিশিষ্ট জাদুঘরবিদ ও প্রতিষ্ঠাতা একাডেমি অব বেঙ্গল আর্টস্; (৪) ০৬-০৯-২০১৫ তারিখ জনাব কবি বেলাল চৌধুরী (৫) ০৮-০৯-২০১৫ তারিখ কবি রফিক আজাদ, (৬) ১৫-০৯-২০১৫ তারিখ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডা: এস এ মালেক, (৭) ১৮-০৯-১৫ তারিখ বিশিষ্ট পরিবেশবিদ অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, (৮) ১৯-০৯-১৫ তারিখ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার জনাব নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, (৯) ২১-০৯-১৫ তারিখ জনাব হাসান ইমাম বিশিষ্ট অভিনেতা, (১০) ৩১/০১/২০১৬ তারিখ ভারতীয় লেখক শ্রী শংকরলাল ভট্টাচার্য, (১১) ১৬/০২/২০১৬ তারিখ ভারতীয় লেখক শ্রী প্রভাত কুমার দাস, (১২) কবি নির্মলেন্দু গুণ, (১৩) ১২/০৩/২০১৬ তারিখ বিশিষ্ট অভিনেতা নায়ক রাজ রাজ্জাক, (১৪) ২৬/০৩/২০১৬ তারিখ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, (১৫) বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক হাবিবুল আলম, (১৬) বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম. এ.রশীদ, (১৭) ৪/০৬/২০১৬ তারিখ বিশিষ্ট সাংবাদিক সালেহ্ চৌধুরী, (১৮) বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তৌফিকুর রহমান, (১৯) ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, (২০) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং (২১) বিশিষ্ট কবি, সাবেক সচিব, প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব আজিজুর রহ্মান আজিজ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিডিওচিত্র ধারণ করা হয়েছে।

(ধ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ, রেজিস্টার, কর্ম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা , বার্ষিক প্রতিবেদন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সিদ্ধান্তসমূহ, পাণ্ডুলিপি, ডায়েরী, বিশিষ্ট লেখক/পন্ডিত/মনীষীদের হাতের লেখা চিঠি ইত্যাদি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(ন) জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদযাপন উপলক্ষে পিঠা ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়। জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগে ১১০(একশত দশ) টি নিদর্শন সংগ্রহভুক্ত করা হয়েছে। বলধা নিদর্শনের তালিকা তৈরি এবং ক্যাটালগের জন্য ১৬টি অলঙ্কারের ছবি তোলা হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র স্টোরে প্রদর্শনযোগ্য অস্ত্র বাছাই ও তালিকাকরণ এবং স্টোর পরিষ্কার করা হয়েছে। শিল্পী সখিনা রহমানের তৈরি ২০টি কাপড়ের পুতুল সংগ্রহ করে সংগ্রহভুক্তকরণ এবং গায়ে ট্যাগ বাঁধাসহ নম্বর লেখা হয়েছে। শিল্পচার্যের সংগৃহীত পুতুল থেকে ৭২টি পুতুল সংগ্রহ করে সংগ্রহভুক্তকরণ এবং গায়ে ট্যাগ বাধাসহ নম্বর লেখা হয়েছে। স্কুল ড্রাম সেট (৪টি) এবং একটি হারমোনিকা ক্রয় এবং নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহভুক্তকরণ মোট ২টি। বিসিক নক্শা কেন্দ্র, মতিঝিল থেকে শিল্পী সখিনা রহমানের তৈরি ২০টি পুতুল সংগ্রহ করে জাদুঘরে আনা হয়েছে।

(প) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশুদিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি কমপ্লেক্সে আয়োজিত বইমেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অংশগ্রহণ করে।

(ফ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন, বাগান, গ্যালারি, করিডর, অফিস ও আবাসিক এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে এবং জাদুঘরের পুকুর পরিচর্যা করা হচ্ছে।

(ব) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অগ্নি নির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

(ভ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মৌলভীবাজার থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ০২(দুই) টি চশমাপড়া হনুমান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহ করে নিদর্শন নম্বর (০১.০৪.৪০২.২০১৬.০০১৩১ এবং ০১.০৪.৪০২.২০১৬.০০১৩২) প্রদান করা হয়েছে। সংগৃহীত কাঁকড়া বিভাগীয় ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাটারফ্লাই বাংলাদেশ এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনের লবিতে 'বাংলাদেশের প্রজাপতির আলোকচিত্র' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'পাখির দেশ বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি এবং জাদুঘরের লবিতে 'ইকোবানা এন্ড ওশিবানা আর্টস' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। 'মানচিত্রে বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্যালারি নং ১-এর সুইচ বোর্ড এর লাইট মেরামতের কাজে প্রকৌশল শাখাকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। 'মানচিত্রে বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্যালারি নং ১ থেকে 'হাতি' শীর্ষক গ্যালারি নং ১০ পর্যন্ত সকল লাইট, ফ্যান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রকৌশল শাখাকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। 'জীব-জন্তু' শীর্ষক গ্যালারি নং ৭-এর 'স্বাদু পানির মাছ' শীর্ষক ডিওরামায় বিভিন্ন জলজ প্রাণিজ নমুনা উপস্থাপন ও ডিওরামা সংস্কার কাজ তদারকি করা হয়েছে। ভুল বানান সংশোধন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক গ্যালারি নং ৩, ৭ এবং ৯ এর লেবেলের বানান সংশোধন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'শিলা ও খনিজ' শীর্ষক গ্যালারি নং ৪, 'বাংলাদেশের গাছপালা' শীর্ষক গ্যালারি নং ৫ এবং 'ফুলফল লতাপাতা' শীর্ষক গ্যালারি নং ৬-এর শোকেসসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং লেবেল পরিবর্তন এর কাজ তদারকি করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (**CMS**) ও তথ্যযোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (**MIS**) উন্নয়ন কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মসূচির শামুক/ঝিনুক এর ক্যাটালগ তৈরির জন্য **Journeyman** কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত **Descriptive cataloguer** ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদকে ক্যাটালগ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ''বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (**CMS**) ও তথ্যযোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (**MIS**) উন্নয়ন কার্যক্রম'' শীর্ষক কর্মসূচির 'টেক্সটাইল' এর ক্যাটালগ তৈরির জন্য **Journeyman** কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত **Descriptive cataloguer** প্রফেসর ড. নিয়াজ জামান এবং 'বাদ্যযন্ত্র' এর ক্যাটালগ তৈরির জন্য **Journeyman** কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত **Descriptive cataloguer** জনাব সায়মন জাকারিয়াকে ক্যাটালগ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর (**Bangladesh Natural History Museum**) সংক্রান্ত কনসেপ্ট পেপার প্রণয়ন কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের **Access to Information (A2i) Programme** এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি **(Virtual Gallery of Bangladesh National Museum)**' শীর্ষক কাজ তদারকি করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত 'নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-কমিটি'-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য মসলিন সংরক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে 'মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব' আয়োজন উপলক্ষ্যে মসলিন সেমিনার কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আয়োজিত ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের অনুষ্ঠানমালা :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বাৎসরিক ক্যালেন্ডারের নির্ধারিত অনুষ্ঠান ঃ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
১.	১-১০ জুলাই ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) এর যৌথ উদ্যোগে ০১.০৭.২০১৫ তারিখ থেকে ১০.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১০(দশ) দিন ব্যাপী জামদানী শাড়ি প্রদর্শন করা হয়। জনশিক্ষা বিভাগ থেকে মেলা আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
২.	০৮ জুলাই ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জনশিক্ষা বিভাগ থেকে উক্ত কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩.	জুলাই ২০১৫	ঈদ-উল-ফিতরের পরের দিন শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোর, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের জন্য বিনা টিকিটে জাদুঘর পরিদর্শন ও শিশু-কিশোরদের বিনোদনের জন্য ঈদের পরে দুইদিন বিনা টিকিটে আফজাল হোসেন পরিচালিত ইমপ্রেস টেলিফিল্ম-এর ছবি 'কক্সবাজারের কাকাতুয়া' এবং লেট করে সিলেটে' প্রদর্শন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪.	৭ আগস্ট ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে Museum: A Center of Education and Heritage Studies' শীর্ষক একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫.	১০ আগস্ট ২০১৫	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগীদের জন্য তিনটি বিভাগ ও বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণ করা হয়। অষ্টম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিষয়: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু। সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬২ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৬.	১১ আগস্ট ২০১৫	প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন আয়োজন করা হয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বক্তৃতার বিষয়: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ৬০জন প্রতিযোগী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৭.	১২ আগস্ট ২০১৫	প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিন আয়োজন করা হয় স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বক্তৃতার বিষয়: বঙ্গবন্ধু ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ৩৭ জন প্রতিযোগী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৮.	১৫ আগস্ট ২০১৫	জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু কিশোরদের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিনা টিকিটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। ১১৭৪ জন শিক্ষার্থী ঐ দিন বিনা টিকিটে জাদুঘর পরিদর্শন করে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৯.	১৫ আগস্ট ২০১৫	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ওপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত গ্রন্থ প্রদর্শনী এবং ফিলাটেলিস্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সাথে যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।	শিক্ষা শাখা
১০.	১৫ আগস্ট ২০১৫	জাদুঘর মিলনায়তনে সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধুর গল্প' বলেন ড. মসিউর রহমান এবং ব্যারিস্টার এম.আমীর-উল-ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর গল্প অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মিলনায়তন লবিতে গ্রন্থ প্রদর্শনী ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং ২৬নং গ্যালারিতে আয়োজন করা হয় স্মারক ডাক টিকিট প্রদর্শনী। বিকাল ৫.০০টায় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনের লবিতে আলোকচিত্র, গ্রন্থ এবং ২৬ নং গ্যালারিতে স্মারক ডাক টিকিট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি। প্রদর্শনী উদ্বোধন করার পর প্রধান অতিথি জনাব রাশেদ খান মেনন বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
১১.	১৫ আগস্ট ২০১৫	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ১৫ আগস্ট ২০১৫ বাদ জোহর মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
১২.	সেপ্টেম্বর ২০১৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ পালন উপলক্ষে ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৪.০০ টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর গল্পবলা কর্মসূচির বচরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গবন্ধুর গল্প বলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আবেদ খান।	জনশিক্ষা বিভাগ
১৩.	৯ অক্টোবর ২০১৫	**ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের একক বংশীবাদন সন্ধ্যা আয়োজন :** ৯ অক্টোবর ২০১৫ সন্ধ্যা ৭.০০টায় জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের একক বংশীবাদন সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম.এ.মান্নান এমপি। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম আজিজুর রহমান।	জনশিক্ষা বিভাগ
১৪.	১৪ অক্টোবর ২০১৫	আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান স্থপতি কবি জীবনানন্দ দাশের স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ২৩ অক্টোবর ২০১৫ সন্ধ্যায় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সন্ধ্যার আয়োজন করে। স্মরণ সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম আক্তারী মমতাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমসাময়িক কালের প্রধান কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক এবং কবি নির্মলেন্দু গুণ। সভাপতিত্ব করেন জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। স্বাগত ভাষণ দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব হাসান আজিজুল হক জীবনানন্দ দাশের ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনা শেষে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ করেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, বেলায়েত হোসেন, লায়লা আফরোজ, কবি নির্মলেন্দু গুণ, আশরাফুল আলম, মনজুরুর রহমান, রেজিনা ওয়ালী লীনা, বেগম আক্তারী মমতাজ, ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, জনাব কবীর হুমায়ন এবং সামিউল ইসলাম পোলাক।	জনশিক্ষা বিভাগ
১৫.	২৮ অক্টোবর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের পথিকৃৎ ভাস্কর নভেরা আহমেদের ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মের অনুকৃতি নিয়ে উদ্বোধন করা হয়। নভেরা আহমেদের বিশেষ প্রদর্শনী ২৮ অক্টোবর ২০১৫ বুধবার বিকাল ৪.০০ টায় এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে ভাস্কর নভেরা আহমেদ: সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের অন্বেষণ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চারুকলা অনুষদের অঙ্কণ ও চিত্রকলা বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক জনাব রেজাউল করিম সুমন। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক লালরুখ সেলিম এবং বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। সেমিনারে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।	জনশিক্ষা বিভাগ
১৬.	৩১ অক্টোবর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নেচার স্টাডি সোসাইটি অব বাংলাদেশ যৌথভাবে ৩১ অক্টোবর ২০১৫ সকাল ১০.০০ টায় বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভাকক্ষে সাপ ও সর্প-দংশন: প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অশোকা ফাউন্ডেশনের ফেলো, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ মো. আবু সাইদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ফরিদ আহসান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নেচার স্টাডি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া। প্রবন্ধকারদ্বয় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাপ ও সর্প-দংশন প্রতিরোধ এবং আধুনিক চিকিৎসার নানা বিষয় তুলে ধরেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রবন্ধকার সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।	জনশিক্ষা বিভাগ
১৭.	৪ নভেম্বর ২০১৫	কথা সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হকের ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও কাজী ইমদাদুল হক পরিষদ যৌথভাবে ৪ নভেম্বর ২০১৫ সকাল ১১:০০টায় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মভূষণ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশ শতকের গণমাধ্যম ও কাজী ইমদাদুল হক শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি সৌমিত্র দেব। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। প্রবন্ধকার কবি সৌমিত্র দেব কাজী ইমদাদুল হকের জীবন এবং সাহিত্যের নানা দিক তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি জনাব আনিসুজ্জামান বলেন, কথা সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক তার লেখনীতে সে সময়কার সামাজিক অবস্থা, বিশেষ করে সমাজের নানা কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন। সভাপতির ভাষণে জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, কাজী ইমদাদুল হক অতি সরল ভাষায় সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। যা একজন শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই সম্ভব।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
১৮.	৫ নভেম্বর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চায়না রেডিও ইন্টারন্যাশনাল এবং চীনা দূতাবাস যৌথভাবে জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে Image of Friendship between China and Bangladesh শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ৫ নভেম্বর ২০১৫ সকাল ১১.০০ টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনীতে ১২৫টি আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হয়। ১১ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রদর্শনীটি দর্শকদের জন্য খোলা ছিল। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ খাবার প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং প্রদর্শন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
১৯.	৬ নভেম্বর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও সিটি ব্যাংক লিমিটেড যৌথভাবে ০৬ নভেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে সংগীত রত্ন ত্রৈলী দত্তের একক সরোদ সন্ধ্যার আয়োজন করে। মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ সংস্কৃতি অংগনের প্রতিনিধিত্বকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।	জনশিক্ষা বিভাগ
২০.	১৩ নভেম্বর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে ১৩ নভেম্বর ২০১৫ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান 'রবি পরিক্রমায় নজরুল' আয়োজন করা হয়। নজরুলের পৌত্রী অনিন্দিতা কাজীর গ্রন্থনায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন লিলি ইসলাম ও অনিন্দিতা কাজী। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান।	জনশিক্ষা বিভাগ
২১.	২৭ নভেম্বর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও ব্যাংক এশিয়ার যৌথ উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ বিকাল ৪.০০ টায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ-এর ৬৭তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। হুমায়ূন আহমেদ-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী জনাব মাজহারুল ইসলাম ও মেহের আফরোজ শাওন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৩নং গ্যালারিতে হুমায়ূন আহমেদ রচিত বই-পুস্তক, পেইন্টিং, আলোকচিত্র ও স্মৃতিস্মারক নিয়ে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
২২.	নভেম্বর ২০১৫	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে আজ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভাকক্ষে National Inventory of the Cultural Heritage of Bangladesh শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকা তৈরির জন্য দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান লেখক, জাদুঘর বিশেষজ্ঞ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সঙ্গীত শিল্পী, কারুশিল্পী, নৃত্যশিল্প, চারুশিল্পী উপস্থিত ছিলেন। এঁরা হলেন কবি সৈয়দ শামসুল হক, ড. এনামুল হক, রামেন্দু মজুমদার, মোবারক হোসেন খান, রুবি গজনবী, ওয়াদুদুল বারি চৌধুরী, ড. জিনাত মাহরুখ বানু, জনাব মফিদুল হক, সাইদুর রহমান বয়াতী, আহমেদ মাজহার, শাওন আকন্দ, সুশান্ত পাল, শম্ভু আচার্য, সুশান্ত বণিক, আশুতোষ পাল, মানিক সরকার, সৌভূত পাল, মনু ইসলাম, সাইমন হাসান, সাদাফ সাজ সিদ্দিকী, ড. ফিরোজ মাহমুদ প্রমুখ। আমন্ত্রিত অতিথিদের পাশাপাশি জাদুগরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গোল টেবিল বৈঠক পরিচালনা করেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। সূচনা বক্তব্য দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। সূচনা বক্তব্যে জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকা প্রনয়ণ সংরক্ষণ ও সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে UNESCO- এর Cultural Heritage হিসেবে তালিকাভূক্তি করা জরুরী । ড. এনামুল হক বলেন, আমাদের প্রথম প্রয়োজন বাঙালীর হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের দিয়ে তালিকা প্রনয়ণ করাও প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশের হাজার বছর ধরে লালিত সাংস্কৃতিক ঐহিত্যের মধ্য থেকে প্রাথমিক ভাবে পালাগান, জারিগানসহ ১৪টি বিষয় নির্ধারণ করা হয় যার ওপর নিবিড় গবেষণা করে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণে একমত পোষণ করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
২৩.	১১ ডিসেম্বর ২০১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১১.১২.২০১৫ বিকাল ৪টায় পালাগানের আবির্ভাব, উৎকর্ষতা এবং চর্চার নানা দিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সহশিল্পীদের নিয়ে পালাগান পরিবেশন করেন সুফি সাধক সাইদুর রহমান বয়াতী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট লেখক জনাব আহমাদ মাযহার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। পালাগানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
২৪.	১৪ ডিসেম্বর ২০১৫	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব মো. সুমন জাহিদ, অধ্যাপিকা ফাহমিদা খানম এবং জনাব শিখা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন ''১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। মুক্তি সংগ্রামে তাদের অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বাঙালি জাতি শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করে। একাত্তরে যে বুদ্ধিজীবীগণ শহীদ হয়েছেন তাঁদের ভূমিকা ছিল সমাজ প্রগতির পক্ষে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান বলেন, 'শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে পারলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র এক সাথে দেশ সেবার মহান ব্রত আজ গ্রহণ করতে হবে।	জনশিক্ষা বিভাগ
২৫.	১৬ ডিসেম্বর ২০১৫	১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সকাল ১১:০০টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে **১৯৭১ ঢাকার গেরিলা অপারেশন** শিরোনামে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা অপারেশনের বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এম.এ. রশিদ। অনুষ্ঠানটি করেন ঢাকা অপারেশনের অন্যতম গেরিলা ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিকি জোটের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। ঢাকা অপারেশনের অন্যতম গেরিলা বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ রশিদ বলেন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও ঢাকা অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। যদিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিদারুণ কষ্ট ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশমাতৃকার বিজয়ে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছি। ঢাকা অপারেশনের আরেকজন অন্যতম গেরিলা বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীর প্রতীক বলেন, আমরা একদল তরুণ অবতীর্ণ হয়েছিলাম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও এদেশীয় দোসর রাজাকারদের হাত থেকে বিশেষ করে ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ঢাকা অপারেশনের দুঃসাহসিক কিছু যুদ্ধস্মৃতি তুলে ধরে বলেন, লাল সবুজের যে পতাকাটি আজ বাংলাদেশের আকাশে পতপত করে উড়ছে সেই পতাকার ইতিহাসের সাথে আমরা জড়িত হতে পেরে গৌরববোধ করছি। সভাপতির ভাষণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আজ এই ১৯৭১:ঢাকার গেরিলা অপারেশনের এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিত করে তাঁদের যুদ্ধস্মৃতি তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি।	জনশিক্ষা বিভাগ
২৬.	১৬ ডিসেম্বর ২০১৫	মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
২৭.	২ জানুয়ারি ২০১৬	০২ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার সকাল ১১টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে লেখক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও বিশিষ্ট চিন্তক শওকত ওসমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আবুল আজাদ। আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রী রামেন্দু মজুমদার এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব এম. আজিজুর রহমান ।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
২৮.	৩ জানুয়ারি ২০১৬	৩ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী কালীদাস কর্মকারের 'পাললিক প্রাণ-মাটি-প্রতীক' শীর্ষক ২২ দিন ব্যাপী ৭২তম একক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর এমেরিটাস ড. আনিসুজ্জামান ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট জনাব ফারুক সোবহান। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী কালিদাস কর্মকারের চিত্রে বর্তমান সময় অবিশ্রান্ত মানবীয় সম্পর্কের ভাষা মূর্ত হয়ে আছে। তিনি এ ভূখন্ডের নানা ধর্মের সমন্বয়, লোক শিল্পের নানা প্রতীক তার চিত্রের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, কালিদাস কর্মকারের চিত্রে আবহমান বাংলার রূপ বৈচিত্র ধরা পড়েছে। ইচ্ছা, মুক্তিযুদ্ধ অভিব্যক্তি, শুদ্ধতা, বেদনা, স্মৃতি, আর একাকীত্ব নিয়ে শিল্পীর পাললিক যাত্রা শুরু হয়েছে। এ প্রদর্শনীতে শিল্পীর ৫২টি চিত্রিকর্ম রয়েছে। এ্যক্রোলিক ও মিশ্রমাধ্যমসহ ২টি স্থাপনাও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীতে আগত দর্শক শিল্পীর চিত্রকর্ম দেখে শিল্পীকে নতুনভাবে জানার সুযেগ পাবে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন শিল্পী রং ও তুলির আচড়ে তার সৃজনশীলতাকে যেমন প্রকাশে করেছে তেমনি প্রকাশ করেছেন জীবনস্পর্শী নানা ব্যঞ্জনাকে।	জনশিক্ষা বিভাগ
২৯.	৪ জানুয়ারি ২০১৬	০৪ জানুয়ারি ২০১৬ সোমবার সকাল ১১টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে শিশু-কিশোরদের জন্য যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। যাদু প্রদর্শন করেন যাদুকর জিয়ামণি। ঢাকা মহানগরের ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীবৃন্দ যাদু প্রদর্শনী উপভোগ করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব মো. রমজান আলী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩০.	৫ জানুয়ারি ২০১৬	৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতায় এক কর্মশালার আয়োজন করে। ৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাকক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এই কর্মশালায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২১জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ। সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মসিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক ও জনাব জিয়া উদ্দিন তারিক আলী। এছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিসপ্লে বিশেষজ্ঞ Ms. Barbara Fahs Chaies এবং Mr. Jared Arp. জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, এই কর্মশালা বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহের ডিসপ্লে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রশিক্ষণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানস্মৃতি জাদুঘর ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিদর্শন উপস্থাপনার মান উন্নয়নে অবদান রাখবে। আমাদের দেশে অনেক জাদুঘর গড়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক ডিসপ্লে করর জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মশালাটি নিদর্শন ডিসপ্লের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের কর্মশালা জাদুঘর কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তুলবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক বলেন, জাদুঘর আসলে ছোট বড় বলে কিছু নেই। সব ধরণের জাদুঘরে চ্যালেঞ্জ থাকে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাদুঘর কর্মীদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। ডিসপ্লের আধুনিক উপস্থাপনা দর্শকদের জাদুঘরমুখী করে তোলে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মসিউর রহমান বলেন, সারা বিশ্বে জাদুঘর ডিসপ্লে'র পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা যখন বিভিন্ন দেশের জাদুঘর দেখি তখন মনে হয় আমরা পিছিয়ে আছি এই কর্মশালা আমাদের উপকৃত করবে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩১.	২৪ জানুয়ারি ২০১৬	২৪ জানুয়ারি ২০১৬, রোববার বিকাল ৫টায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী কালিদাস কর্মকার-এর 'পাললিক প্রাণ-মাটি-প্রতীক' শীর্ষক ৭২তম একক প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠান 'কবিতার ছন্দ ও রেখাঙ্কন' বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব আবুল খায়ের ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী। 'কবিতার ছন্দ ও রেখাঙ্কন' অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ও প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ এবং তিন আবৃত্তিশিল্পী সর্বজনাব ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়, ডালিয়া আহমেদ ও সামিউল ইসলাম পোলাক।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৩২.	২৯ জানুয়ারি ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ শুক্রবার শীত উৎস আয়োজন করা হয়। ঐতিহ্যবাহ্যি এ উৎসবে পিঠা প্রদর্শন ও লোকসংগীত পরিবেশন করা হয়। মধ্য মাঘের সন্ধ্যায় শীতের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিপুল জন সমাগম হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন 'বাঙালি উৎসব প্রবন জাতি। শীতকালে পিঠাপুলি, রকমারী খাবার তৈরি আর আতিথেয়তা তার সংস্কৃতির অংশ। জাতীয় জাদুঘর এ অনুষ্ঠানে হারানো দিনের সঙ্গীত পরিবেশন করেন নবীন ও স্বনামখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম.আজিজুর রহমান বলেন 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক সংগ্রহ ও প্রদর্শনের পাশাপাশি উৎসব আয়োজন করে। তরুন প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তুলতে শীত উৎসব আয়োজন সার্থক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি'।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩৩.	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লিমিটেড ও ব্রাক (আড়ং) যৌথভাবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীন উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। তিনি উৎসব উপলক্ষে দু'টি ডাক টিকিট অবমুক্ত করেন এবং মাসব্যাপি প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম আকতারী মমতাজ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দৃক পিকচার লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী জনাব সাইফুল ইসলাম, লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর মিস রোজ মেরী ক্রিল, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের সিনিয়র পরিচালক মিস তামারা আলী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম আজিজুর রহমান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত প্রধান অতিথির উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, প্রাচীন বস্ত্র মসলিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প। বাংলার মসলিনের সাথে আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, তরুণ বয়সে বলধা গার্ডেনের জাদুঘরে ও ঢাকা জাদুঘরে মসলিন দেখেছেন এবং তখন বনেদি পরিবারের বিয়েতে বরকে মসলিনের পাগড়ি পড়ানো হতো। মসলিন ধ্বংসের পেছনে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের যে ভূমিকা ছিলো তাঁর বক্তব্যে সে বিষয়টিও উঠে আসে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, মসলিন তৈরি এবং রফতানির উপর বৃটিশ সরকার নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার ফলে এই অসাধারণ শিল্পটি হারিয়ে যায়। তবে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে মসলিনের হারানো গৌরব উদ্ধার করা যাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি মাসব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। পরে তিনি অতিথিবৃন্দসহ জাদুঘরের নীচতলায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী হলে আয়োজিত প্রদর্শনীটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ব্রাকের সিনিয়র ডিরেক্টর জনাব তামারা আবেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, মসলিন হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এর ইতিহাসও হারিয়ে যায়। তবে এ হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্য দৃক, জাতীয় জাদুঘর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেজন্য এই দুই প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই। মসলিন হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার এই সময়োচিত উদ্যোগের সাথে ব্র্যাক যুক্ত হতে পেরে গৌরবান্বিত বোধ করছে। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড এলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর মসলিন বিশেষজ্ঞ মিস রোজমেরী ক্রিল মসলিন পুনরুজ্জীবনের এই আয়োজনে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত বলেও মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, এই মাস ভাষার মাস, এই মাসেই আমাদের মসলিনের হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবনের জন্য এ মাসেই গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মাসব্যপী প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালার উদ্বোধন করা হচেছ মসলিনকে বাংলাদেশের জাতীয় গৌরব হিসেবে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐহিত্য হিসেবে তালিকায় অন্তভূক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আকতারী মমতাজ তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে ঢাকাই মসলিনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা আমাদের মসলিনকে বিশ্বের কাছে নতুন করে তুল ধরবে। মসলিন পুনরুজ্জীবন কর্মসূচিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩৪.	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	০৬.০২.২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের মসলিন সন্ধ্যা, মসলিন উৎসব, নৃত্য ও ফ্যাশন শোর আয়োজন করা হয়। দেশ বিদেশের প্রায় ৬০০ অতিথিকে মসলিন সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। স্মরণকালের এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাসেদ খান মেনন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ড. গহর রিজভী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব সাইদ খোকন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বক্তারা মসলিন শিল্পের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকগণ অভূতপূর্ব মসলিন সন্ধ্যা অনুষ্ঠান মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৩৫.	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেড এবং আড়ং যৌথভাবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব এর অংশ হিসেবে জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে দিনব্যাপী Revival of Muslin textile in Bangladesh বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী চার পর্বে বিভাজিত সেমিনারটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ইউনেস্কোর সি.ই.ও মিস বিয়েত্রিচ কালদুন। সকাল ৯.৩০-১১টা পর্যন্ত সেমিনারের প্রথম পর্বে Revival of Muslin – Policies and institutions শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটস মিস রোজমেরী ক্রিল। অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কারুশিল্প গবেষক ড. হামিদা হোসেন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্যানেল প্রধান ও সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সিপিডি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া। দ্বিতীয় পর্বের সেমিনার সকাল ১১.১৫ মিনিটে শুরু হয়ে ১২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। দ্বিতীয় পর্বের সেমিনারের বিষয় Muslin -Restoring our Heritage । সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। প্যানেল প্রধান ও সঞ্চালন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী জনাব সাইফুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন যুক্তরাজ্যের মসলিন ট্রাস্টের রিসার্চ ফেলো ড. সোনিয়া অ্যাশমোর। প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ভারতের টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ মিস রুবি পাল চৌধুরী ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের ডিন প্রফেসর অধ্যাপক শরিফ উদ্দিন আহমেদ। তৃতীয় পর্বের সেমিনার বেলা ১.৪৫ মিনিটে শুরু হয়ে বিকাল ৩.১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। তৃতীয় পর্বের বিষয় Manufacturing Muslin-Challenges in cotton Growing, Spinning and Weaving । সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নজিবুর রহমান। প্যানেল প্রধান ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন দৃক পিচচার লাইব্রেরি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী জনাব সাইফুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দীন । প্যানেলিস্ট হিসেবে ছিলেন ন্যাশনাল ক্রাফটস কাউন্সিলের সভাপতি জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের প্রধান নির্বাহী মনিরা এমদাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বায়োজিক্যাল সায়েন্সের পরিচালক অধ্যাপক মনজুর হোসেন ও ন্যাশনাল ক্রাফট কাউন্সিলের জনাব আবুল কাশেম। চতুর্থ পবের সেমিনার বিকাল ৩.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে। চতুর্থ পর্বের Marketing Muslin- finding ways of Selling the 'New Muslin'। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েত উল্লাহ আল মামুন এনডিসি। ন্যাশনাল ক্রাফট কাউন্সিলের সহ সভাপতি জনাব রুবি গজনভী প্যানেল প্রধান ও সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোলকাতা ওয়েভারস স্টুডিওর মিস দর্শন শাহ্। প্যানেলিস্ট হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আড়ং এর বিপণন প্রধান জনাব তানভীর হোসেন।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩৬.	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ ঋত্বিক কুমার ঘটকের ৯০তম জন্মবার্ষিকী ও ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে এবং ভারত-বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে (১২-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬) 'ঋত্বিক ঘটক রেট্রোস্পেক্টিভ' এর আয়োজন করা হয়। রেট্রোস্পেক্টিভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি. অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও ঋত্বিক ঘটকের কন্যা সংহিতা ঘটক। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটির নির্বাহী সভাপতি জনাব মোরশেদুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাঙালির জীবন গাথার স্বার্থক রূপায়ন ঘটেছে। সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দী এই সব চলচ্চিত্র কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র, অভিনয় দক্ষতায় বাঙালির আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিক দিক উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটির সাথে যৌথভাবে ঋত্বিক ঘটর রেট্রোস্পেক্টিভ অনুষ্ঠান আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক বাংলা ও বাঙালির গর্বিত চলচ্চিত্রকার। ধ্রুপদী ধারার সাহিত্যকে তিনি তার পর্যবেক্ষণে অসাধারণ প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৩৭.	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	সকাল ১১টায় জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ফিল্ম সোসাইটি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে এবং ভারত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় বাঙালির আত্মপরিচয় ও 'ঋত্বিক কুমার ঘটক শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বক্তৃতানুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ঋত্বিক গঠক চলচ্চিত্র গবেষক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতা শেষে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রোতাগণ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩৮.	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিকাল ৩টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলা যাত্রা শিল্পের ওপর সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পশ্চিম বঙ্গের গবেষক, বহুরূপী নাট্যপত্র' ও যাত্রা আকাদেমী পত্রিকার সম্পাদক ড. প্রভাত কুমার দাস। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ব বিভাগের অধ্যাপক আফসার আহমেদ এবং ফোকলোর গবেষক জনাব সাইমন জাকারিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম আজিজুর রহমান।	জনশিক্ষা বিভাগ
৩৯.	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিকাল ৫টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে একুশের কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়, মাহিদুল ইসলাম, আশরাফুল আলম, আফরোজা বানু, রূপা চক্রবর্তী, সামিউল ইসলাম পোলাক, কাজী আরিফ, লায়লা আফরোজ, রেজাউদ্দিন স্টালিন, আসাদ চৌধুরী ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টজের সভাপতি জনাব এম আজিজুর রহমান। প্রধান অতিথি জনাব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এদেশের ছাত্র জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, তাদের স্মরণে কবিরা অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতা বাঙালির সংকট, দুঃসময়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। একুশের পথ বেয়ে বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার সূর্য। একুশ আমাদের গর্ব ও অন্তহীন প্রেরনার উৎস। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন "ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির বীর গাথা ও জাতীয় জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। একুশের কবিতায় ভাষার প্রতি বাঙালির অমলিন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। মহান শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। সর্বত্র বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪০.	২ মার্চ ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনের সম্মুখে নব নির্মিত সিনেপ্লেক্স ২ মার্চ ২০১৬ তারিখ সকাল ১০:০০টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তাদের নিদর্শন ডিসপ্লে ও কিউরেটিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ২৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মো. রমজান আলী। মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন দৃক-এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব এ.এস.এম. রেজাউর রহমান। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী কর্মশালা উদ্বোধন করে বলেন, 'প্রত্যেক নেতা চান তার কিছু স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক। সিনেপ্লেক্স উদ্বোধন আমার কাছে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের শুভ মুহূর্ত। আজ এক সাথে সিনেপ্লেক্স উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হলো। উপস্থাপনা নান্দনিক ও রস সঞ্চার করা জরুরি। জাদুঘর উপস্থাপনা দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। তথ্যবহুল উপস্থাপনা দর্শকদের জাদুঘরমুখী করে তুলবে। সময়ের সাথে সাথে জাদুঘরে প্রদর্শনের নতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে। নিদর্শন ডিসপ্লে ও কিউরেটিং বিষয়ে আজ নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। দৃক-এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব এ.এস.এম রেজাউর রহমান বলেন, গুছিয়ে রাখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন কিউরেটর, ফটো এডিটর ও লেখক। উপস্থাপিত বস্তু দৃষ্টি নন্দন করে তুলতে উপস্থাপনায় আলো প্রক্ষেপন, অধিক তথ্য সংযোজনে গুরুত্ব দিতে হয়। এখানে উপস্থাপনার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য স্থির করতে হয়। মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব এই সব বিষয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৪১.	০৫ মার্চ ২০১৬	বাংলাদেশের দালিলীক নিদর্শন ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে ৫ মার্চ ২০১৫ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভাকক্ষে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেন, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগারের পরিচালক ড. অদুদুল বারী চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান, ড. লুভা নাহিদ চৌধুরী, ইউনেস্কো বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির সচিব মনজুরুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আলী খান এনডিসি, অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক, রাজশাহী বরেন্দ্র রিচার্স মিউজিয়ামের উপপ্রধান সংরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আব্দুল কুদ্দুছ। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ এ গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে ইউনেস্কোর মেমোরী অফ দ্যা ওয়াল্ড প্রোগ্রামে অন্তভূক্তির লক্ষে প্রাথমিকভাবে ১৩টি বিষয় সংযোজনের জন্য সুপারিশ করা হয়। বৈঠকের শুরুতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের রয়েছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ডে অন্তর্ভূক্তির জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ বাঙালি সমাজের নানা উপকরণ রয়েছে, তবে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যায় এ বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪২.	০৮ মার্চ ২০১৬	অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৮ মার্চ ২০১৬ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব মো. রমজান আলী। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তৃতা করেন জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার জনাব নূরে নাসরীন। প্রধান অতিথি জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, ''১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ এই দিনটির শুরু। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এক সূচ কারখানায় নারী শ্রমিকরা দৈনিক ১২ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘন্টা করা এবং ন্যায্য মজুরী এবং কর্মক্ষেত্রে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল। আন্দোলন করার অপরাধে সে সময় গ্রেফতার হন অনেকে এবং কারাগারে নির্যাতিত হন। নারীদের আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অধিকার বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ ১৯৭৭ সালে থেকে ৮ মার্চ কে বিশ্বনারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সেই থেকেই বিশ্বব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরেও নারীকর্মীরা পুরুষদের সাথে সমান তালে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। নারী-পুরুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলেও তাদের বিশ্বাস।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪৩.	১৫ মার্চ ২০১৬	স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১৫ মার্চ ২০১৬ বিকাল ৩:০০টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে একাত্তুরের যুদ্ধ শিশু : অবিদিত ইতিহাস শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধের গবেষক জনাব মুস্তফা চৌধুরী। 'যুদ্ধশিশু' সম্পর্কিত গল্পগ্রন্থ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন কম্পোট্রলার এন্ড অডিটর জেনারেল এবং কথাসাহিত্যিক জনাব মাসুদ আহমেদ। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান ও প্রফেসর মেজবাহ কামাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, 'একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধরা জীবন বাজী রেখে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। এদের পাশাপাশি বীরাঙ্গনাদের আত্নত্যাগ স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ শিশুরা বিদেশী দত্তকদের মাধ্যমে বিদেশে চলে যায়। আজ পঠিত প্রবন্ধে এই সব যুদ্ধ শিশুদের জীবন গাঁথা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। আজকের তরুণ প্রজন্ম ও যুদ্ধ শিশু'দের সম্পর্কে এ আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পারবে এবং গবেষকগণ গবেষণা করতে পারবে। গবেষক মুস্তফা চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার পর ২২টি সেবা সংস্থায় যুদ্ধ শিশুরা জন্ম গ্রহণ করে। বিদেশীরা তাদেরকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহীতারা তাদের সন্তান থাকা সত্ত্বেও তারা বাঙালি শিশুদের দত্তক নেয়। যুদ্ধে অনাথ শিশুদেরকে কানাডীয়ানরা প্রথমে দত্তক নেয়। যুদ্ধ শিশুরা ডেনমার্ক, সুইডেনসহ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দেশে যুদ্ধ শিশুদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধ শিশুরা বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। তাদের অনেকের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে 'যুদ্ধ শিশু : অবিদিত ইতিহাস' প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। যুদ্ধ শিশুদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি আজ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেও বক্তাগণ মত প্রকাশ করেন।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৪৪.	১৫ মার্চ ২০১৬	ভুটানের রানী Her Majesty Mother Tsnering Pem Wangchuck ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল লবিতে একটি বিশেষ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। রাণীকে স্বাগত জানান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। জাতীয় জাদুঘরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে বিশেষ প্রদর্শনী ও গ্যালারিতে প্রদর্শিত নিদর্শন পরিদর্শনে সহায়তা করেন। জাদুঘরের বিশেষ প্রদর্শনীতে জাদুঘরের মোট ৩১টি সংগ্রহভূক্ত নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অক্ষোভ্য কালো পাথর (২) বৈরোচনঃ কালোপাথর (৩) জম্ভলঃ কালোপাথর (৪) অক্ষোভ্যঃ ব্রোঞ্জ (৫) অবলোকিতেশ্বরঃ ব্রোঞ্জ (৬) বুদ্ধ ব্রোঞ্জ (৭) তারা ব্রোঞ্জ (৮) মহাপ্রতিসরাঃ ব্রোঞ্জ (৯) অক্ষোভ্যঃ ব্রোঞ্জ (১০) বুদ্ধ পোড়ামাটি (১১) রৌপ্য মুদ্রা (১২) স্বর্ণ মুদ্রা (১৩) জামদানী শাড়ি (১৪) কাতান শাড়ি (১৫) নকশী কাঁথা (১৬) নাফেন (১৭) সিল রিদিং (১৮) নাফিলেং (১৯) ককাশিল প্রভৃতি। রাণী প্রদর্শনী দেখে অভিভূত হন এবং মন্তব্য খাতায় মতামত ব্যক্ত করেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে রাণীকে জাদুঘরের রেপ্লিকা উপহার দেয়া হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪৫.	২৩ মার্চ ২০১৬	বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘর চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় ২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ ৩৮ নম্বর গ্যালারি কক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কক্ষ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম আকতারী মমতাজ ও চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরিদুর রেজা সাগর। স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড আব ট্রাস্টিজের সভাপতি এম. আজিজুর রহমান। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন একাত্তুরে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকরা ইথারের মাধ্যমে রণাঙ্গনে যোদ্ধাদের পাশাপাশি যে যুদ্ধ করেছিলেন ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে আছে। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ও বিদেশে একাত্তুরের বাঙালিরা স্বাধীন দেশের জন্য যে লড়াই ও আত্মত্যাগ করেছিলেন তার প্রেরণা শক্তি ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কথিকা, সংবাদ, গান ও বস্তুগত নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য আজ নতুন কক্ষ উদ্বোধন করা হলো। তরুন প্রজন্ম ও গবেষকেরা সেদিনের দূর্লভ স্মৃতি নিদর্শনের সাথে পরিচিত হতে পারবে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে সাধারন মানুষ, পেশাজীবী, প্রশিক্ষনরত মুক্তিযোদ্ধারা জীবনকে তুচ্ছ করে অংশ নিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকেরা গৌরবের অধ্যায়ে সংযোজন করেছিলেন নতুন মাত্রা। তারা মানসিক শক্তি জাগরণে কথা, ভাষ্য ও গীতের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। সাধারন দেশের জন্য তাদের অবদান ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪৬.	২৫ মার্চ ২০১৬	২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.০০টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য জনাব হাশেম খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ও কথা সাহিত্যিক জনাব মাসুদ আহমেদ এবং খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব আব্দুস সামাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ও কথা সাহিত্যিক জনাব মাসুদ আহমেদ বলেন, ‘একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। রণাঙ্গনে ও দেশের অভ্যন্তরে এই সব মানুষের আত্মত্যাগ, সংগ্রামের গৌরবগাঁথা সর্বজন বিদিত। আজ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের কাছ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তরুণ প্রজন্ম অবগত হলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আজ সবাইকে ভাবতে হবে। বিষেশ অতিথি শিল্পী হাশেম খান বলেন, ‘একাত্তরে নয়মাস জীবন বাজী রেখে অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করে শহীদ হন, আবার অনেকে দেশে ফিরে এসে দেশ পূনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তিনটি গ্যালারিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব তথ্য ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে। মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪৭.	২৬, ২৭ এবং ২৮ মার্চ ২০১৬	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে শিশু-কিশোরদের বিনোদনের জন্য ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০১৬ সকাল ১০টায় এবং দুপুর ২.০০টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ‘অনিল বাগচীর একদিন’ এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত স্বাধীনতা জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ‘শ্যামল ছায়া’ প্রদর্শন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৪৮.		২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০১৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যান্ত জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয় ৮টি প্রকশনা সংস্থা এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া জাদুঘর লবিতে মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৪৯.		২৬ মার্চ ২০১৬ তারিখ সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হয়। সর্বমোট ৩,৬৯৪ জন দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করেন। শিশু-কিশোর ও প্রতিবন্ধীরা বিনা টিকিটে জাদুঘর পরিদর্শন করে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫০.	৩০ মার্চ ২০১৬	জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পেশাগত আচরণ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখ জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব মো. রমজান আলী। আলোচনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উর্ধ্বতন প্রশাসনিক অফিসার জনাব মোহা. সেলিম। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব মো. রমজান আলী বলেন, প্রতিটি কর্মকর্তা কর্মচারী সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলে শুদ্ধাচার চর্চার অনেক অংশ পূরণ করা সম্ভব। জাতীয় জীবনে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫১.	০২ এপ্রিল ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে ২ এপ্রিল ২০১৬ কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অটিজম বিশেষজ্ঞ ডা. বিকাশ চন্দ্র পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, স্বাভাবিক বিকাশ জনিত সমস্যা অটিজম। এই সমস্যাগুলি প্রকৃতির বিরূপ অবদান। আমরা কখনো তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবো না। সমাজকে তাদের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। যারা অটিজমে ভূগছে তাদেরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনে বিশেষ সহায়তা করা হয়। অটিজম আক্রান্তদের নিয়ে জাদুঘরে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ অতিথি ডা. বিকাশ চন্দ্র পাল বলেন, জতিসংঘ ২০০৭ সাল থেকে বিশ্ব অটিজম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবম অটিজম দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করবো। অটিজম শিশুদের প্রধান সমস্যা স্নায়ুবিক। অটিজম শিশুরা আচরণগত সমস্যায় ভোগে। তাদের মধ্যে পূনরাবৃত্তিক আচরণ অধিক লক্ষণীয়। ১৯৪৩ সালে অটিজম জনিত সমস্যা আবিস্কৃত হয়। বিলম্বে কথা বলা, উচ্চারণগত জড়তা ও অস্পষ্টতা, স্বাভাবিক কথা বলতে না পারা, বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা অটিজম আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অটিজম নিরাময় করা না গেলেও পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের আচরণগত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বাংলাদশে জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান বলেন, অটিজম শিশুরা প্রতিবন্ধী নয়, এরা মেধাবী। অটিজম শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। অটিজম শিশুরা মানবিক হয়। সমাজের সকল পর্যায় থেকে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫২.	১৩ এপ্রিল ২০১৬	বাংলা বর্ষ ১৪২২ বিদায় এবং নববর্ষ ১৪২৩ বরণ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৩দিনব্যাপী লোকজ মেলা, পিঠা উৎসব ও লোকসঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) বেলা ৩টায় লোকজ মেলা এবং পিঠা উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান। ২ বৈশাখ পর্যন্ত মেলা চলে । মেলায় পাট, বেত, বাঁশ, মাটির তৈরি লোকজ হস্তশিল্প প্রদর্শন করা হয়। হস্তশিল্পের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী হাতে তৈরি নানা রকম পিঠা প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে বিকাল ৪টায় আয়োজন করা হয় লোকসঙ্গীতানুষ্ঠান। দেশ বরেণ্য শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে। বাংলা নববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে শিশু কিশোরদের বিনোদনের জন্য জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা জাদুঘরে ১লা বৈশাখ বিনা টিকিটে সকাল ১১টায় মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত অনিল বাগচীর একদিন এবং বেলা ৩টায় হুমায়ূন আহমেদের আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫৩.	৩০ এপ্রিল ২০১৬	২৫ বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও রবীন্দ্র একাডেমি যৌথভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। সূচনা বক্তব্য দেন রবীন্দ্র একাডেমির সাধারণ সম্পাদক বুলবুল মহলানবীশ। স্বাগত বক্তব্য দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। সূচনা বক্তব্যে বুলবুল মহলানবীশ বলেন, বরীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মকে ছড়িয়ে দেয়াই রবীন্দ্র একাডেমির লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। স্বাগত ভাষণে জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বলেন, সাহিত্যের সব শাখাতে রবীন্দ্রনাথের অবাধ বিচরণ ছিল। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ শিল্পকলা ও সংগীত রচনায় মনোনিবেশ করেন যা রবীন্দ্রনাথকে শতাব্দির পর শতাব্দি বাঁচিয়ে রাখবে। প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং উগ্রপন্থীদের প্রতিহত করার জন্য সংস্কৃতি চর্চা ব্যাপকভাবে করা প্রয়োজন। উগ্র মৌলবাদকে প্রতিহত করার জন্য তিনি সরকারের পাশাপাশি জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পাথেয়। সভাপতির ভাষণে জনাব এম. আজিজুর রহমান বলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকর্ম আমাদের জীবনকে সবসময়ই আলোকিত করবে। আলোচনার পর একক সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীমতি সুস্মীতা পাত্র।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৫৪.	১৪ মে ২০১৬	রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন ও সাহিত্যে প্রেরণার উৎস। তাঁর গান আমাদের জাতীয় সংগীত। তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে ছোটগল্পকার, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সংগীতজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। জীবনের শেষপাদে এসে কবিতার কাটাকুটি করতে গিয়ে আঁকাঁ শুরু করলেন চিত্রকলা। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ সালে মৃত্যু অবধি কমপক্ষে ২৩০০ ছবি এঁকে তিনি এক বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু ''চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ'' এই পরিচয়টি খুব পরিচিত হয়ে ওঠেনি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিশ্বকবির ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরই আকাঁ ১২০টি চিত্রকর্ম, তাঁর ব্যবহৃত স্মৃতি-নিদর্শন, তাঁর হাতের লেখা চিঠি নিয়ে পক্ষকালব্যাপী একটি বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করে। ১৪ মে' ২০১৬ শনিবার বিকাল ৪:০০টায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী কক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে এই বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি জনাব এম. আজিজুর রহমান ও জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের নানা অনুষঙ্গের ওপর আলোকপাত করা হয়। একজন দর্শক কেবল বিভিন্নরূপ রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন তাই নয়, তিনি যে পরিবেশে ছবি আঁকায় হাত দিয়েছিলেন, কীভাবে কোনো রূপ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই আঁকতে আঁকতে আঁকিয়ে হয়ে উঠেছিলেন, বিংশশতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় ও অভারতীয় চিত্রকরদের পাশে তাঁর স্থান কোথায় সে সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করা সম্ভব এই প্রদর্শনী থেকে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫৫.	১৮ মে ২০১৬	১৮ মে ২০১৬ সকাল ১১টায় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও আইকম বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি এক সেমিনারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইকম বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির চেয়ারপার্সন জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব ও সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম. আজিজুর রহমান। Museums and Cultural Landscape শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ব বিভাগের প্রফেসর সুফী মুস্তাফিজুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর প্রফেসর আবু সাঈদ এম আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, জাদুঘর বিশেষায়িত সংগ্রহশালা। ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জাদুঘরে সংগ্রহ ও প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তার প্রতিভাস জাদুঘরে লক্ষ করা যায়। জাদুঘরে আগত দর্শকের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তাই নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সভাপতির ভাষণে বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের জাদুঘরসমূহ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে সেভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য জাদুঘর কর্মীদের আরো দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫৬.	০৪ জুন ২০১৬	কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি একাধারে কবি, গাল্পিক, উপন্যাসিক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, সুরকার, বংশীবাদক, সংগীতশিল্পী, সাংবাদিক, কাহিনীকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকার, রণাঙ্গনের যোদ্ধা এবং ভ্রমণ পিয়াসী মানুষ। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ তুর্য- এই উচ্চারণের কারণে নজরুলকে আমরা প্রেম ও বিদ্রোহী কবি বলি। তিনি সাম্যের কবি, জাগরণের কবি, তিনি মানবতার কবি। এই মহান কবির ১১৭তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৪ জুন ২০১৬, শনিবার সকাল ১১টায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী কক্ষে নজরুল স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'নজরুল স্মৃতি বক্তৃতা' প্রদান করেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিল্পী মোস্তফা জামান, সোহেল হোসেন গালিব ও কবি সাখাওয়াত টিপু। অনুষ্ঠানের শুরুতে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী আফসানা রুনা। স্মৃতি বক্তৃতায় অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান নজরুল সাহিত্যের নানা দিক তুলে ধরেন। একই সাথে সমসাময়িক সাহিত্যিক বিশেষ করে নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর অভিব্যক্তি উপস্থাপন করে বলেন নজরুল মূলত তারুণ্যের কবি। প্রধান অতিথির ভাষণে ড. মসিউর রহমান বলেন, নজরুলের বহুমাত্রিক সৃজনশীলতা অন্য যে কোন লেখক থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছেন দারিদ্রতা, স্নেহহীনতা নজরুল সাহিত্যকে যেমন প্রভাবিত করেছ তেমনি উগ্র মৌলবাদকে নজরুল কখনই ভাল চোখে দেখেননি। স্মৃতি বক্তৃতানুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিল্পী মোস্তফা জামান এবং কবি সাখাওয়াত টিপু।	জনশিক্ষা বিভাগ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকাল	অনুষ্ঠানের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা
৫৭.	১৯ জুন ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর যৌথ উদ্যোগে ১৯.০৬.২০১৬ জামদানী শিল্প মেলার উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় জাদুঘর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী কক্ষে ২৮.০৬.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মেলা চলে। মেলা উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিক এর চেয়ারম্যান জনাব হজরত আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব বেগম আকতারী মমতাজ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এমপি.। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।	জনশিক্ষা বিভাগ
৫৮.	২১ জুন ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বার্ষিক মিলাদ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, স্বাধীনতা জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।	জনশিক্ষা বিভাগ

(৬) **ওসমানী জাদুঘর, সিলেট :**

(ক) ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

(খ) ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

(গ) মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে স্কুল পর্যায়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(ঘ) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে স্কুল পর্যায়ে সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(ঙ) জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষে স্কুল পর্যায়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(চ) মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে স্কুল পর্যায়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(ছ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন শীর্ষক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(৭) **জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম :**

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস/২০১২ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট, ২০১২ তারিখে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ২২ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২. ঈদুল ফিতর, ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য ঈদের দিন বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৮৬৭ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩. ঈদুল আযহা, ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য ঈদের দিন বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৩৭৮ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪. মহান বিজয় দিবস/২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৫৬৯ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৫. শহীদ রাস্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮০তম জন্মবার্ষিকী বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

৬. অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ১৪৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

৭. অমর একুশে ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস/২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২১/০২/২০১৩ তারিখে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৪১৭ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৮. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ১৯/০৫/২০১৫ তারিখে জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/২০১৫ এর আয়োজন করা হয়।

৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস/২০১৬ উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৩২৬ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১০. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস/২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৬/০৩/২০১৬ তারিখে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ১৫৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

১১. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস/২০১৬ উপলক্ষে ২৬/০৩/২০১৬ তারিখে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৩১৮ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১২. বাংলা নববর্ষ/ ১৪২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৪/০৪/২০১৬ তারিখে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিশেষ শিশুদের জন্য বিনা টিকেটে জাদুঘর খোলা রাখা হয়। ঐদিন ৬০৯ জন দর্শনার্থী বিনা টিকেটে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৩. শহীদ রাস্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

১৪. শিল্পাচার্য জয়নুল াবেদিনের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৪ জানুয়ারি ২০১৬ সপ্তাহব্যাপী বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনী 'জয়নুলের ছবি' বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী করা হয়।

১৫. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব বেগম আকতারী মমতাজ কর্তৃক চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের উন্নয়ন ও সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য বিবরণী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৮) **শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ :**

ক. যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী/২০১৫ পালন, মহান বিজয় দিবস/২০১৫ উদ্‌যাপন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবার্ষিকী/২০১৫ উদ্‌যাপন, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/২০১৬ উদ্‌যাপন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস/২০১৬ উদ্‌যাপন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী/২০১৬ পালন করা হয়েছে।

খ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায় সর্বমোট ৩৫,৮১১ জন দর্শনার্থী সংগ্রহশালার গ্যালারি দর্শন করেন। এর মধ্যে ২৬,৮৮০ জন টিকিটের মাধ্যমে এবং ৮,৯৩১ জন বিনা টিকিটে অনুমতিক্রমে দর্শন করেন। টিকিট বিক্রয়ের ৪,৮৮,৫৮৮/- টাকা (চার লক্ষ আটাশি হাজার পাঁচশত আটাশি টাকা) সংগ্রহশালার জেনারেল ফান্ডে জমা প্রদান করা হয়েছে।

গ. জয়নুল শিশু চারুপীঠের বার্ষিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী/২০১৫, যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস/২০১৫ উদ্‌যাপন, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদ্‌যাপন পালন করা হয়েছে।

(০৯) **আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা :**

১. প্রাসাদ ভবনে গ্যালারী ও শোকেসে প্রদর্শিত নিদর্শন পুনর্বিন্যাস এবং লেবেল ও লাইটিং উন্নয়ন করা হয়েছে।

২. প্রদর্শিত বেশ কয়েকটি নিদর্শনাদির রাসায়নিক সংরক্ষণ এবং তৈলচিত্রে প্রয়োজনীয় রিটাচকরণ হয়েছে ।

৩. জাদুঘরের থাকা অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।

৪. জাদুঘরের বিভিন্ন স্থানে আদ্রতা ও তাপমাত্রা থার্মো-হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে নিয়মিত রেকর্ড করা হয় ।

৫. মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত মসলিন প্রদর্শনী এবং মসলিন পুনরুজ্জীবনের অংশ হিসেবে আহসান মঞ্জিল জাদুঘর প্রাঙ্গণে মসলিন সন্ধ্যা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৭. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৮. ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে জাদুঘর বহিরাঙ্গণে চলচিত্রায়ন ও অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯. গ্যালারিসহ বিভিন্ন পয়েন্টে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব পরিবর্তন -২৩২ টি।

(১০) **স্বাধীনতা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা :**

ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইতিহাসের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয়। লাখো শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয়দলিল একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর এই প্রান্তরেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। স্বাধীনতার ডাক ও স্বাধীনতা বাস্তব প্রতিষ্ঠা একই প্রান্তরে হওয়ায় এই উদ্যান স্বাধীনতা পীঠস্থান হিসেবে নন্দিত হবে যুগের পর যুগ। স্বাধীনতার এই ঐতিহ্য চেতনাকে চিরন্তনভাবে লালন করার প্রয়াসেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভূ-গর্ভে স্থাপিত হয় 'স্বাধীনতা জাদুঘর' বা Museum of Independent. স্বাধীনতা জাদুঘরে আগত ঢাকা শহরের ২৬ (ছাব্বিশ)টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ১,৫৪৫ (এক হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) জন ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনতা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১. পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০১৫ উপলক্ষে স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তনে ঈদের পরের দুই দিন ০২ (দুই)টি (ক. লেট করে সিলেটে, খ. কক্সবাজারে কাকাতুয়া) চলচ্চিত্র বিনা টিকিটে প্রদর্শন করা হয়।

২. পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৫ উপলক্ষে ২৬/০৯/২০১৫ থেকে ২৮/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের বিনোদনের জন্য স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তনে বিনা টিকিটে ৩(তিন) টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। চলচ্চিত্র গুলো হলো: (১) রাজশাহীর রসগোল্লা (২) আমার বন্ধু রাশেদ (৩) নয় নম্বর বিপদ সংকেত।

৩. মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে ১৬/১২/২০১৫ তারিখ স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ০২ (দুই)টি (শ্যামল ছায়া ও আগুনের পরশমনি) চলচ্চিত্র বিনা টিকিটে প্রদর্শন করা হয়।

৪. মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে ২৬/০৩/২০১৬, ২৭/০৩/২০১৬ ও ২৮/০৩/২০১৬ তারিখ স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তনে বিনা টিকিটে 'শ্যামল ছায়া' চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

৫. ১৩/০৪/২০১৬ তারিখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের বিনোদনের জন্য স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তনে ০২ (দুই)টি (অনিল বাগচীর একদিন ও আগুনের পরশমনি) চলচ্চিত্র বিনা টিকিটে প্রদর্শন করা হয়।

৬. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত বিভিন্ন ধরনের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তনে দুইটি প্রমাণ্যচিত্র (ক. আমার দেখা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, খ.চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু ও হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু) বিনা টিকিটে প্রদর্শন করা হয়।

(১১) **বিদেশী সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শন :** রাষ্ট্রীয় ও বিভিন্ন পর্যায়ের বিদেশী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শকালে সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও গ্যালারি পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিদেশী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন ঃ

১. ফরাসী দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E. SOPHIE AUBERT জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিকে গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করেন জাদুঘরের মহাপরিচালক, জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এবং উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক, জনাব কাজী ফরিদ আহমেদ। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে মহাপরিচালক মহোদয় অতিথিকে একটি গ্রন্থ ও একটি জামদানি শাড়ি সৌজন্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

২. মিজ রাগিনী উপাধ্যায়া চ্যান্সেলর, নেপাল একাডেমি ফর ফাইন আর্টস ৩ (তিন)জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করেন জনশিক্ষা বিভাগের কীপার জনাব নূরে নাসরীন এবং শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে মহাপরিচালক মহোদয় অতিথিকে মাস্টার পেইন্টার ফোলিও সৌজন্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

৩. ভারতে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E.Mr. LE YOU ৭ (সাত) জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিবৃন্দকে গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা করেন জাদুঘরের সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের কীপার জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, জনশিক্ষা বিভাগের কীপার জনাব নূরে নাসরীন, শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম ও উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক জনাব কাজী ফরিদ আহমেদ। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে Iconography of Buddhist and brahminical sculpture সৌজন্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

৪. UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative Mr. Robert D. Watkins সস্ত্রীক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন।

৫. পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ আয়োজিত Analysis for tiger Range countries শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ভারত, ভুটান, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাউস, মালয়েশিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, রোমানিয়া ও বাংলাদেশের পুলিশ এবং বন বিভাগের মোট ২৫ জন কর্মকর্তা জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। অতিথিদের জাদুঘরের প্রকাশনা Three Master Painters সৌজন্য হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এবং গ্যালারি পরিদর্শন শেষে আপ্যায়ণ করা হয়েছে।

৬. মসলিন কাপড় বিশেষজ্ঞ মিসেস উম্মা সাবলা ও জনাব দর্শন শাহ বিশেষ আমন্ত্রণে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মহাপরিচালক মহোদয় অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান এবং জাদুঘরের প্রকাশনা সৌজন্য কপি উপহার প্রদান করেন।

৭. ভুটানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত প্রেমা চোদেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৮. ঢাকাস্থ Turkish Co-operation and Coordination Agency এর Coordinator জনাব রফিক চাটিন কায়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় Assistant Coordinator জনাব কাজী আউয়াল হোসেন অতিথির সাথে ছিলেন।

৯. আমেরিকার হাইওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব অরিন্দম চক্রবর্তী ও তাঁর কন্যা ভাষা চক্রবর্তী বাংলাদেশ জাতীয় জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১০. ভূটানের ০৩(তিন) জন ভিক্ষু বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১১. ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেট ড. অমলকান্তি রায় সস্ত্রীক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও পরিচালক ড. জামিনুর রহমান অতিথিদের সাথে ছিলেন।

১২. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত Fire Safety in High Rise and Industrial Building in Aisa শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ৬(ছয়) জন সম্মানিত অতিথি জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৩. চীনের সাংহাই থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী Tang Zhengklim সহ ২(দুই) জন সফরসঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৪. চীনা পর্যটক Li Shurtoo, Chiness বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৫. ভারতীয় বিএসএফ স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের ২৮(আটাশ) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করে।

১৬. ভারতের Union Public Service Commission এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ডি.পি. আগারওয়াল সস্ত্রীক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব সমর চন্দ্র পাল অতিথিদের সাথে ছিলেন।

১৭. ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম কলকাতা এর মহাপরিচালক মি.ড.জি.এফ.রাতুলা এবং বাউচার্জ লান্ড মিউজিয়াম বোম্বাই এর পরিচালক মিসেস তাসনিয়া জাকারিয়া মাহতা জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৮. বাংলাদেশ চীন ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার চীনা দূতাবাস, বাংলাদেশ-এর যৌথ আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ভ্রমণে আগত ১০ চীনা ইয়ং আর্টিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৯. U.S.A.এর আইনজীবি MR. LARRY ANDERSON জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে Speed Trading Corporation এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নূরুজ্জামান অতিথির সাথে ছিলেন।

২০. চায়না কোস্টগার্ডের মহাপরিচালকসহ ৬(ছয়) জন চায়না অতিথি এবং বাংলাদেশের কোস্টগার্ডের ৬ (ছয়) জন অতিথিসহ মোট ১২ (বারো) জন অতিথি জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে Speed Trading Corporation এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নূরুজ্জামান অতিথির সাথে ছিলেন।

২১. Alexander De Poorter General Director of the Royal Museum of Art and History, Brussels এবং পরিবারের ৮ (আট) জন সদস্য জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২২. জনাব H.E.Dr. Sonam Kingo, Hon'able Chairperson National Council of Bhutan এর নেতৃত্বে ১২ (বারো) সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দল এবং সংসদ ভবনের ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাসহ ১৮ (আঠারো) জন অতিথি জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৩. চীনের PAN HONGMEI টেলিভিশনের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটের শিক্ষিকা HU.XIGOYAN প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন।

২৪. আমেরিকার ২ জন গ্যালারি ডিসপ্লে বিষয়ক প্রশিক্ষক MR.BARBARA এবং MR. SARED জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৫. সুইডেনের চিকিৎসক DR. MR. STAFFAN JANSON, Professor, Dept. of Public Health, সুইডেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন চিকিৎসকসহ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. আতিকুল হক অতিথিদের সাথে ছিলেন।

২৬. JEONG KAB YOON, Deputy Speaker, National assembly Republic of Korea, Member of the National Assembly SHON IN CHUN এবং CHOI BONG HONG ১০ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৭. কানাডার সংরক্ষণ রসায়নবিদ Mr.Dona hinton এবং Heama sivanesan জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

২৮. ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি বিনা সিক্রি জাদুঘর এবং মসলিন শিল্পের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

২৯. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং সেন্টার-এ প্রশিক্ষণে আগত ১২জন বিদেশী সেনা কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২ জন কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩০. দক্ষিণ কোরিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী MR. DAVID CHUNG বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Biochemistry and Molecular Biology বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অতিথিদের সাথে ছিলেন।

৩১. ঢাকাস্থ বৃটিশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mr. Alison Blake জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩২. বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আমেরিকা, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নেপাল এবং বাংলাদেশী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ২৪ জন কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৩. Kingdom of the Netherlands এর মান্যবর Ambassador Leonl Cuelenaere মসলিন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

৩৪. CUSTOMS INTELLIGENCE AND INVESTIGATION DIRECTORATE এর আমন্ত্রণে দক্ষিণ কোরিয়ার RILO AP-এর ৪(চার) জন অতিথি জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনের আগে প্রতিনিধিবৃন্দ মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৩৫. দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের সহযোগী সংস্থার ৮জন রসায়নবিদ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৬. Fanny Adolphine M.Dourene এর নেতৃত্বে UNESCO এর ১২ (বারো) জন সদস্য জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে Belgium, Australia, UK এর প্রতিনিধিগণ ছাড়াও Project Officer, UNESCO বাংলাদেশ এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

৩৭. সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকায় ২ সপ্তাহ ব্যাপী পরিচিতি প্রশিক্ষণে আগত চীন, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, কুয়েত, লাইবেরিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, মালদ্বীপ, নেপাল, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, সিয়েরালিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়া, সুদান, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, উগান্ডা ও জাম্বিয়া- এর ৭০ জন বিদেশি অফিসার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ মোট ১৫০ জন সদস্য জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৮. বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) এর আয়োজনে Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)'র উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত Establishment of a Framework for Researches on Application of Space Technology for Disasters Monitoring in the APSCO Members States শীর্ষক প্রকল্পের Kick-off সভায় আগত ৮জন দেশি-বিদেশি অতিথি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৯. বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের তিনজন কর্মকর্তা জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪০. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে আগত ভারত, শ্রীলঙ্কা, কাতার, বাহরাইন, অষ্ট্রেলিয়া এবং বোসনিয়ার ১১জন সাংবাদিক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪১. চীনের Vice Minister Zhang Hong Sheng ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মো. কাওসান আহমেদ তাঁদের সাথে ছিলেন।

৪২. ভারতের জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীমতী সুস্মিতা পাত্র একজন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘরের জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪৩. সিঙ্গাপুরের কোম্পানী Nanyang Polytechnic international এর Director Anthony woon, Deputy Director Soon Tats Fah, and Chief Executive Officer Foong Tze Foon জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪৪. ফিলিপাইন দূতাবাসের Third Secretary and vice Consul Mrs LV IGNACIO DE GUZMAN এবং LAURENS ARCE Attache (Culture) এর নেতৃত্বে ফিলিপাইনের ৪জন জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪৫. চীন ও হংকং এর ৯ সদস্যের একটি ব্যবসায়ীক প্রতিনিধি দল জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনকালে SUNON APPREALS LTD. এর এ জি এম. জনাব তানিম হোসেন অতিথিদের সাথে ছিলেন।

৪৬. চেক প্রজাতন্ত্রের মাণ্যবর অ্যাম্বাসেডর-এর পত্নী Mrs Jarmil OF Hovorkova দুইজন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪৭. নেপালের কাঠমুন্ড, নেপাল একাডেমি থেকে আগত Ginga Prased Uprely দুইজন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

(১২) **দেশীয় সম্মানিত অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শনঃ** বিভিন্ন পর্যায়ের দেশীয় সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শনকালে প্রদর্শক প্রভাষকগণ জাদুঘরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অতিথিবৃন্দকে অবহিত করেন। এ কর্মসূচির আওতায় জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ মাস পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত দেশীয় অতিথি গ্যালারি পরিদর্শন করেন ঃ

১. বন অধিদপ্তরের উপ-প্রধান বন রক্ষক (অব.) জনাব আলতাফ হোসেন খাঁন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব গোলাম মোহাম্মদ সস্ত্রীক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩. ট্যুরিস্ট পুলিশ-এর ১০ (দশ) জন সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৪. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জনাব মো. তাশারফ হোসেন ফরায়েজী তাঁর পরিবারের ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৫. আমেরিকান প্রবাসী জনাব বাবুল তাঁর পরিবারের ৮ (আট) জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৬. রাজশাহীর তানোর কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আশরাফ উদ্দিন মোল্লা ৫ (পাঁচ) জন অতিথি নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টার সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব আল আমীন ৫ (পাঁচ) জন অতিথি নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৮. বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এ.কে.এম. মিজানুর রহমান তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৯. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের ৩ (তিন) জন অতিথি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১০. কুষ্টিয়া জেলা জজ জনাব আসাদুজ্জামান তাঁর পরিবারের ১০ (দশ) জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১১. মহাপরিচালক মহোদয়ের ৬ (ছয়) জন প্রবাসী আত্মীয় জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১২. ডি আই জি ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যালয় থেকে আগত ২০ (বিশ) জন প্রশিক্ষনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের অতিথি জনাব রাশেদ করিম চৌধুরী ২ (দুই) জন অতিথি নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৪. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের ৩৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪৯জন প্রশিক্ষনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৫. চলচ্চিত্র অভিনয় শিল্পী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিষ্টার জনাব মো. শফিউদ্দিন আহমেদ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৬. ঢাকাস্থ শহীদ সোহরাওয়ার্দি সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী তাঁর পরিবারের ৪ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের আত্নীয় জনাব মো. জাকির হোসেন সস্ত্রীক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিদের গ্যালারি পরিদর্শনের সময় জাদুঘরের সচিব জনাব মো. রমজান আলী এবং তাঁর স্ত্রী অতিথিদের সাথে ছিলেন।

১৮. গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক তাঁর দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৯. মিরপুর সেনানিবাসের ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড এর বর্ধিত ৪২১০ বেসিক ম্যাপ রিডিং ক্লাসের ৬০জন প্রশিক্ষনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০. ভূমি অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আব্দুল মান্নান তিন জন অতিথি নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২১. ভি.ভি.আই.পি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এস.এস.এফ. সদস্যদের ড্রিল অনুষ্ঠানে আগত ৪০ (চল্লিশ) জন সদস্য জাদুঘরের ৩, ১০,১৮,২২,২৯,৩০,৩৭,৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

২২. কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানীর উপ-মহাব্যাবস্থাপক জনাব শাহরিয়ার হাসান কুতুব পরিবারের ৪ জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৩. পদ্মা সেতু প্রকল্পের পরিচালক (অপারেশন) জনাব তৌফিক হোসেন ও উপ-পরিচালক জনাব এমরান বারী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৪. টাইগার টুরস্ এর পরিচালক ও সি.ও. জনাব সামালা সুবহাত চৌধুরী তাঁর একজন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৫. টুরিষ্ট পুলিশ হেড কোয়ার্টার, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-এর পরিদর্শক, জনাব মো. তাজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ২৫(পঁচিশ) জনেরে একটি দল জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মালিহা নার্গিস ও সহকারী অধ্যাপক ড. নূরুল কবীরের নেতৃত্বে ঐ বিভাগের ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৭. সামদানী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রাজীব সামদানী তাঁর দুইজন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী তাদের সাথে ছিলেন।

২৮. বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশনের পরিচালক (ল্যান্ড) জনাব ইফতেখারউল আলম পরিবারের ৪জন সদস্য নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৯. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব আকতার আহমেদ তাঁর পরিবারের ৬ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩০. জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমির অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্সের ২৫জন শিক্ষার্থী জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকৌশলী জনাব মো. আব্দুর রশিদ, পরিচালক (প্রশাসন ও ফিন্যান্স) উপস্থিত ছিলেন।

৩১. Argus Credit Rating Sevice ltd. এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব সাজেদুল আলম তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩২. আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানী নেসলে বাংলাদেশ লিঃ এর কর্মকর্তা জনাব সিউলুগুপ্তা এবং তাঁর স্ত্রী জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৩. বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব বিলকিস বেগম জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৪. সাউথ বেঙ্গল প্রোপার্টিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এমরান হোসেন (পিটার) ২জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৫. সিলেট পল্লী বিদ্যুতের ম্যানেজার জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৬. ইস্পাহানী গ্রুপের ম্যানেজার, মার্কেটিং জনাব ফয়সাল কবির জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৭. হাকিম হাবিবুর রহমান খান-এর নাতি জনাব মুর্তজা উর রহমান খান তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩৮. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, বুদ্ধিজীবী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, জনাব রাজিব হুমায়ুন জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

(১৩) (ক) **বিদেশ ভ্রমণ :**

১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১১.৫৭.১৪-৭৯, তারিখ ১২/০৮/২০১৫ মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী 'Exhibition of Shahabuddin's Paintings twenty years ago in 1994' -এ অংশগ্রহণের জন্য ২৩/০৮/২০১৫ হতে ৩০/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন।

২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০২৫.০১২.১৫-৯৮, তারিখ ২০/০৮/২০১৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নং ৬০, তারিখ ২৫/০৮/২০১৫ মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের সহকারী কীপার, জনাব মোহাম্মদ মনিরুল হক ICOM-ITC কর্তৃক Arusha, Tanzania-তে অনুষ্ঠিতব্য 'Special Training Workshop on `Museums Today: From Collecting to Marketing' শীর্ষক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য ৩১/০৮/২০১৫ হতে ০৯/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত Arusha, Tanzania ভ্রমণ করছেন।

(খ) **স্বদেশ ভ্রমণ :**

১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১০৫.১৫-২৯, তারিখ ১৬/০৭/২০১৫ মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, রেজিস্ট্রেশন অফিসার; জনাব দিবাকর সিকদার, সহকারী কীপার (ই) এবং জনাব মো. আছাদুজ্জামান, মাইক্রোফিল্ম-কাম-মাইক্রোফিস ফটোগ্রাফার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ব্রিটিশ আমলের বিপুল সংখ্যক রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা নিদর্শন সংগ্রহের জন্য ২০/০৮/২০১৫ হতে ২২/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩(তিন) দিন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ভ্রমণ করেছেন।

২. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পত্র নং বা.জা.জা./প্রকৌ./২৪-ডি-১(২)/২০১৫-২০১৬/৫৭০, তারিখ ১৮/০৮/২০১৫ মোতাবেক জনাব মো. আব্দুল কুদ্দুস, প্রশাসনিক অফিসার(প্রটোকল ও সমন্বয়)(ভার.); জনাব মো. হামিদুর রহমান, ফিল্ম এডিটর এবং জনাব আবু বকর সিদ্দিক, ড্রাফ্টস্ম্যান সিলেটস্থ ওসমানী জাদুঘরের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কাজের জন্য বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান ও উক্ত জাদুঘরের বিভিন্ন অংশের ভিডিওচিত্র ধারণের জন্য ২৫/০৮/২০১৫ হতে ২৭/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩(তিন) দিন সিলেট জেলা ভ্রমণ করেছেন

৩. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার সংস্কার, নতুন গ্যালারি ও ভবনসমূহ নির্মাণের জন্য DPP দাঁড় করানোর লক্ষে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের কীপার, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সদস্য, সহকারী প্রকৌশলী, জনাব মো. মনিরুল ইসলাম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ ভ্রমণ করেন।

৪. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নম্বর ৭৮/২০১৫-২০১৬, তারিখ ১৩/৯/২০১৫ মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, রেজিস্ট্রেশন অফিসার পঞ্চগড় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ২০২টি ব্রিটিশ রৌপ্যমুদ্রা এবং পিতলের ১টি লক্ষ্মী মূর্তি জাতীয় জাদুঘরের পক্ষে সংগ্রহ করার জন্য পঞ্চগড় ভ্রমণ করেন।

৫. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নং ৪-ডি-১১৪/২০১৫-২০১৬/১৫২০(১৩), তারিখ ২৮/১০/২০১৫ মোতাবেক চট্টগ্রামস্থ জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব রমজান আলী ২৯/১০/২০১৫ হতে ৩১/১০/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন চট্টগ্রামস্থ জিয়া স্মৃতি জাদুঘর ভ্রমণ করেন।

৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নম্বর ১৩৮(ক)/২০১৫-২০১৬, তারিখ ২৮/১০/২০১৫ মোতাবেক সিলেটস্থ ওসমানী জাদুঘরের উন্নয়ন কাজসহ নিদর্শন ও পেইন্টিং-এর লেবেল ও অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাশে জাতীয় জাদুঘরের ০২(দুই) জন কর্মকর্তা যথাক্রমে–(১) জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, কীপার, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ ও (২) জনাব দিবাকর সিকদার, সহকারী কীপার, ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ গত ২৮/১০/২০১৫ ও ২৯/১০/২০১৫ তারিখ ০২(দুই) দিন সিলেটস্থ ওসমানী জাদুঘর ভ্রমণ করেন।

৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নং ১৪৩/২০১৫-২০১৬, তারিখ ০৩/১১/২০১৫ মোতাবেক কুমিল্লা বিভাগীয় শুল্ক গুদাম থেকে বিষ্ণু মূর্তি সংগ্রহের জন্য জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, উপ-কীপার (চলতি দায়িত্ব) (সম), জনাব মো. আবু ইউনুস, সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং জনাব মো. আছাদুজ্জামান, মাইক্রোফিল্ম -কাম-মাইক্রোফিস ফটোগ্রাফার কুমিল্লা জেলা ভ্রমণ করেন।

৮. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নং ১৭৪/২০১৫-২০১৬, তারিখ ২৫/১১/২০১৫ মোতাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী কর্তৃক জাদুঘর ও পাঠাগার স্থাপন প্রসঙ্গে জনাব আনজালুর রহমান, কীপার, সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগ, জনাব মো. ইলিয়াস খান, ডিস্প্লে অফিসার এবং জনাব মো. রেজাউর রহমান খান, ড্রাফ্টস্ম্যান গত ২৯/১১/২০১৫ তারিখ হবিগঞ্জ জেলা ভ্রমণ করেন।

৯. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নং ১৮৩/২০১৫-২০১৬, তারিখ ০৫/১২/২০১৫ মোতাবেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার মোগরা ইউনিয়নের গঙ্গানগর গ্রাম থেকে রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহের জন্য জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, উপ-কীপার (চলতি দায়িত্ব) (সম), জনাব মো. আবু ইউনুস, রেজিস্ট্রেশন অফিসার (চলতি দায়িত্ব) এবং জনাব মো. আছাদুজ্জামান, মাইক্রোফিল্ম -কাম-মাইক্রোফিস ফটোগ্রাফার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ভ্রমণ করেন।

১০. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস আদেশ নং ২০৯/২০১৫-২০১৬, তারিখ ২৮/১২/২০১৫ মোতাবেক গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার চকপাড়া গ্রামের জনাব খন্দকার আলহাজ আবুল কাশেম -এর নিকট থেকে মসলিন বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ড. মো. আলমগীর, কীপার (জ), জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কীপার (রুটিন দায়িত্ব) (সম), জনাব মো. আছাদুজ্জামান, মাইক্রোফিল্ম -কাম-মাইক্রোফিস ফটোগ্রাফার এবং জনাব দুলাল মিয়া, নিরাপত্তা প্রহরী গাজীপুর জেলা ভ্রমণ করেন।

১১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নং বা.জা.জা./জাতির পিতা/আসবাবপত্র/৮-সি-১৮/২০১৫-২০১৬/৩১৭৪, তারিখ ২৩/০২/২০১৬ মোতাবেক ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস, কীপার (ই); জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কীপার (সম)(রুটিন দায়িত্ব) এবং জনাব মো. আবু ইউনুস, রেজিস্ট্রেশন অফিসার (চলতি দায়িত্ব) রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে জনাব আব্দুল ওয়াজেদ মন্ডলের বাড়িতে সংরক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত বাইসাইকেলটি সংগ্রহের জন্য ২৫/০২/২০১৬ তারিখ রাজবাড়ি জেলা ভ্রমণ করেছেন।

১২. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পত্র নং বা.জা.জা./প্রশা./মহা./ভ্রমণ/১-এ-৪/২০১৫-১৬/৪২৮৫(১৫), তারিখ ১৫/০৫/২০১৬ মোতাবেক সরকারি সফরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ ভ্রমণ করেন।

১৩. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সূত্র ৪৩.২২.২৬৭৫.০০৪.০৩.১১৪.১৫/৪-ডি-১১৪/২০১৫-২০১৬/৪৩৮৮(১২), তারিখ ২২/০৫/২০১৬ মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ কর্তৃক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব (যুগ্মসচিব), জনাব মো. রমজান আলী চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন।

১৪. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নং বা.জা.জা./ইতি:/নিদর্শন সংগ্রহ/৮-সি-১(অংশ-২)/২০১৫-২০১৬/৪৯৩১, তারিখ ২৭/০৬/২০১৬ মোতাবেক মুন্সীগঞ্জ জেলার ট্রেজারিতে রক্ষিত পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়ে আসার জন্য ড.স্বপন কুমার বিশ্বাস, কীপার (ই), জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কীপার (সম) (চলতি দায়িত্ব), জনাব মো. আবু ইউনুস, রেজিস্ট্রেশন অফিসার, জনাব মো. আছাদুজ্জামান, মাইক্রোফিল্ম-কাম-মাইক্রোফিস ফটোগ্রাফার এবং জনাব মো. নুরুজ্জামান, নিরাপত্তা পরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) মুন্সীগঞ্জ জেলা ভ্রমণ করেন।

(১৪) **প্রশিক্ষণ :** ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন :

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
'প্রফেশনাল ভিডিও এডিটিং' শীর্ষক কোর্স।	১৫/০৪/২০১৫ হতে ১২/০৭/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (বিজেম), ২৫৭/৮, এলিফ্যান্ড রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫।	১ (এক) জন
'টিভি ক্যামেরা পরিচালনা' শীর্ষক কোর্স।	২৫/০৪/২০১৫ হতে ০৩ (তিন) মাস।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (বিজেম), ২৫৭/৮, এলিফ্যান্ড রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫।	১ (এক) জন
মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	০৯/০৮/২০১৫ হতে ২৭/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স	২৩/০৮/২০১৫ হতে ২৭/০৮/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
Workshop on Status of Sultanate Sites and Cities of Bangladesh শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা।	২৯/০৮/২০১৫ তারিখ ১ দিন	বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বাড়ি নং ২৪ ই, সড়ক-১৩ সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	১ (এক) জন
Workshop on Status of Sultanate Sites and Cities of Bangladesh শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা।	২৯/০৮/২০১৫ তারিখ ১ দিন	বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বাড়ি নং ২৪ ই, সড়ক-১৩ সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	১ (এক) জন
Workshop on Status of Sultanate Sites and Cities of Bangladesh শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা।	২৯/০৮/২০১৫ তারিখ ১ দিন	বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বাড়ি নং ২৪ ই, সড়ক-১৩ সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	১ (এক) জন
Workshop on Status of Sultanate Sites and Cities of Bangladesh শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা।	২৯/০৮/২০১৫ তারিখ ১ দিন	বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বাড়ি নং ২৪ ই, সড়ক-১৩ সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	১ (এক) জন
Special Training Workshop on Museum Today : From Collecting to Marketing শীর্ষক কর্মশালা।	৩১/০৮/২০১৫ হতে ০৯/০৯/২০১৫ তারিখ ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত	ICOM-ITC, Arusha, Tanzania.	১ (এক) জন
Development of Sustainable Tourism Based on Buddhist Heritage, Culture and Pilgrimage Circuits : Bangladesh Perspective' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা।	০১/০৯/২০১৫ তারিখ ১ দিন	Bangladesh Tourism Board Bangladesh House Building Finance Corporation Bhaban (7th Floor) 22, Purana Paltan, Dhaka-1000.	১ (এক) জন
Development of Sustainable Tourism Based on Buddhist Heritage, Culture and Pilgrimage Circuits : Bangladesh Perspective' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা।	০১/০৯/২০১৫ তারিখ ১ দিন	Bangladesh Tourism Board Bangladesh House Building Finance Corporation Bhaban (7th Floor) 22, Purana Paltan, Dhaka-1000.	১ (এক) জন
'আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৬/০৯/২০১৫ হতে ১৭/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
15th Protocol Formalities and Articulation শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৬/০৯/২০১৫ হতে ১০/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিন।	Bangladesh Society for Training and Development (BSTD), 14A & 31A (Level-12) Centre Point, Concord, Tejkunipara, Farmgate, Dkaka-1215	১ (এক) জন
কম্পিউটার লিটারেসী কোর্স	০৪/১০/২০১৫ হতে ০৮/১০/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স	১১/১০/২০১৫ হতে ১৫/১০/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স	১৮/১০/২০১৫ হতে ০৫/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
(১)	(২)	(3)	(৪)
"International Conference on Development of Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland" শীর্ষক সম্মেলন।	২৭/১০/২০১৫ ও ২৮/১০/২০১৫ তারিখ ২ দিন।	Bangladesh Tourism Board National Tourism Organization Bangladesh House Building Finance Corporation Bhaban (7th Floor) 22, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.	৯ (নয়) জন
তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা	২৯/১০/২০১৫ তারিখ ১ দিন	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক' প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৮/১১/২০১৫ হতে ২৬/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা।	২ (দুই) জন
Digital Preservation of Archival Materials প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৯/১১/২০১৫ হতে ১২/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ৩২, বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ সরণী আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।	৪ (চার) জন
অনিন্দিতা কাজী'র উপস্থাপনা ও সংবাদ পাঠ বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা।	১৪/১১/২০১৫ তারিখ ১ দিন	এক্সপ্রেস ইভেন্টস লিমিটেড বাড়ি ১০এ, রোড-২৫এ, ব্লক-এ বনানী, ঢাকা-১২১৩।	২ (দুই) জন
সিনিয়র সিকিউরিটি কোর্স ২০১৫	১৫/১১/২০১৫ হতে ২৬/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, সাদা বাহার, বাড়ী নং ১০৪ (পুরাতন), নতুন-২০, সড়ক-৩, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা।	১ (এক) জন
Preparation of Reports and Write-Ups শীর্ষক কোর্স।	১৫/১১/২০১৫ হতে ১৯/১১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিন।	Bangladesh Society for Training and Development (BSTD), 14A & 31A (Level-12) Centre Point, Concord, Tejkunipara, Farmgate, Dkaka-1215	২ (দুই) জন
'ভিডিও ক্যামেরা পরিচালনা' শীর্ষক কোর্স।	২১/১১/২০১৫ তারিখ হতে ০৩ (তিন) মাস (প্রতি শুক্রবার ও শনিবার)।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেকট্রিনিক মিডিয়া (বিজেম), ২৫৭/৮, এলিফ্যান্ড রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫।	১ (এক) জন
"প্রতিবন্ধী নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক জাতীয় সেমিনার ২০১৫"	২৫/১১/২০১৫ তারিখ ১ দিন।	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস) , বিপিকেএস কমপ্লেক্স, বাড়ি-১৭, ওয়ার্ড-০১ লেন, হাতিমবাগ দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	১ (এক) জন
"Pottery from Bangladesh and Eastern India: Constructing a Holistic Methodology for Analysis and Interpretation" শীর্ষক ওয়ার্কশপ।	২৮/১১/২০১৫ ও ২৯/১১/২০১৫ তারিখ ২(দুই) দিন।	HEQEP-353 Project, Department of Archaeology, Jahangirnagar University, Saver, Dhaka-1342.	১ (এক) জন
স্টাফ উন্নয়ন কোর্স	২৯/১১/২০১৫ হতে ০৩/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	০৬/১২/২০১৫ হতে ১০/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	৫(পাঁচ) জন
নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মশালা	০৮/১২/২০১৫ তারিখ ১ দিন।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
ফাইন আর্টস কনজারভেশন শীর্ষক কর্মশালা।	১৩/১২/২০১৫ হতে ২০/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	২ (দুই) জন
iBAS++ এ ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে কর্মশালা।	১৫/১২/২০১৫ তারিখ ১ (এক) দিন।	ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স (IPF) (সরকারি ১ম ১২তলা ভবনের ৮ম তলায় অবস্থিত), ঢাকা।	৩ (তিন) জন
কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স	২০/১২/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
মিউজিয়াম ডিসপ্লে (Museum Display) বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০৩/০১/২০১৬ হতে ০৯/০১/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে।	৭ (সাত) জন
16th Protocol Formalities and Articulation শীর্ষক কোর্স।	১৭/০১/২০১৬ হতে ২১/০১/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিন।	Bangladesh Society for Training and Development (BSTD), 14A & 31A (Level-12) Centre Point, Concord, Tejkunipara, Farmgate, Dkaka-1215	১ (এক) জন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
Digital ECNEC I Project Planning System (PPS) সফ্টওয়্যারের উপর ব্যবহারকারী পর্যায়ের ৩৪তম প্রশিক্ষণ শীর্ষক কোর্স।	১০/০২/২০১৬ ও ১১/০২/২০১৬ তারিখ ০২(দুই) দিন।	ডিজিটাল একনেক বাস্তবায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।	১ (এক) জন
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার	২৩/০২/২০১৬ তারিখ ১ দিন।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই), ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	৪ (চার) জন
মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো শীর্ষক সেমিনার।	২৫/০২/২০১৬ তারিখ ১ দিন।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
নিদর্শন ডিসপ্লে ও কিউরেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০২/০৩/২০১৬ এবং ০৯/০৩/২০১৬ তারিখ ০২(দুই) দিন।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।	২৩ (তেইশ) জন
e-Governance for Sustainable Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৬/০৩/২০১৬ হতে ১০/০৩/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা।	১ (এক) জন
কম্পিউটার লিটারেসী কোর্স	২০/০৩/২০১৬ হতে ২৪/০৩/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা।	০৭/০৪/২০১৬ তারিখ ১ দিন	ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেস-২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্প, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ই/১৪/এক্স, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।	১ (এক) জন
আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	১০/০৪/২০১৬ হতে ২১/০৪/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
Capacity Building Seminar on Preparation for UNESCO World Heritage Nomination শীর্ষক কর্মশালা।	১৭/০৪/২০১৬ তারিখ ১ দিন	বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা।	১ (এক) জন
'সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	২৪/০৪/২০১৬ হতে ২৮/০৪/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) দিন।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই), ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।	২ (দুই) জন
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৩০/০৪/২০১৬ তারিখ ১ দিন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।	১৭ (সতেরো) জন
আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	০৮/০৫/২০১৬ হতে ১৯/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।	১ (এক) জন
Communication Technique and Media Relations শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৮/০৫/২০১৬ হতে ১২/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিজেম), ২৫৭/৮, এলিফ্যান্টরোড, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫।	১ (এক) জন
Communication Technique and Media Relations শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	০৮/০৫/২০১৬ হতে ১২/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া(বিজেম), ২৫৭/৮, এলিফ্যান্টরোড, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫।	১ (এক) জন
Total Quality Management শীর্ষক ১(এক) দিনব্যাপী কর্মশালা।	১২/০৫/২০১৬ তারিখ ১ দিন	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা।	২ (দুই) জন
'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিকসেবা প্রদান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক কর্মশালা।	১৯/০৫/২০১৬ তারিখ ১ দিন	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা।	১ (এক) জন
'সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	১৯/০৬/২০১৬ হতে ২৩/০৬/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) দিন।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই), ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।	২ (দুই) জন
বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ওরিয়েন্টাল প্রোগ্রাম।	২৪/০৬/২০১৬ ও ২৫/০৬/২০১৬ তারিখ ২ (দুই) দিন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।	১৫ (পনেরো) জন

(১৫) **পুষ্পস্তবক অর্পণঃ**

(ক) জাতীয় শোকদিবস পালন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্যুষে ধানমন্ডি ৩২ নং রোডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(খ) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে কবির মাজারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(গ) মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ প্রত্যুষে সাভার গমণ এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(ঘ) ২৯/১২/২০১৫ তারিখে চিত্রকলার পুরোধা ব্যক্তিত্ব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর জন্মবার্ষিকী এবং ২৮ মে ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে মরহুম শিল্পাচার্যের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(ঙ) মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে গিয়ে শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

(চ) ২৬ মার্চ ২০১৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঐ দিন প্রত্যুষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

(জ) পটুয়া কামরুল হাসানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পীর মাজারে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(১৬) সভা :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ০৬(ছয়) টি সভা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বাছাই (Selection) কমিটি-১ এর ৯ (নয়) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বাছাই (Selection) কমিটি-২ এর ৬ (ছয়) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা কমিটির ৫(পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর